

প্রযুক্তি বিদ্যা

জানুয়ারী - ২০২২



- চাবিতে অন্তত ১ হাজার আসন কমানোর উদ্যোগ
- ঢাকা-চট্টগ্রাম-দুবাই গন্তব্যে বিমানের বিশেষ ফ্লাইট
- টেলিটকে ফল পুনঃনিরীক্ষার আবেদন
- গুগল-ফেসবুককে বিশাল অঙ্কের জরিমানা
- এসএমএস বিক্রি হলো কোটি টাকায়!

Powered by:



www.pb.techedu360.com

কিছু কথা...

[TechEdu360](#) থেকে প্রকাশিত মাসিক ই-ম্যাগাজিন “প্রযুক্তিবিদ্যা” মূলত [Owlpro](#) কোম্পানির একটি প্রকল্প যার সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনায় [Owlspro](#) টিম নিয়ন্ত্রিত।

যখন কেউ কোনো ঘটনা সম্পর্কে জানার অথবা বুঝার চেষ্টা করে তখন তাকে তারিখ এবং স্থান এত বেশি শুনতে হয় যে পরবর্তীতে সে উক্ত ঘটনা বা ইতিহাসটি জানার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। মূলত [TechEdu360](#) টিমের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সহজভাবে প্রদর্শন করা, যাতে বাংলাভাষী মানুষের কাছে যেকোনো তথ্য জানার ইচ্ছা আরও বৃদ্ধি হয়।

যদি আপনি একজন ভাল লেখক হোন অথবা ইতিহাসবিদ বা ভাষাবিদ হোন তাহলে আপনার লেখা অন্তত একটি পাণ্ডুলিপি আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন আমাদের ই-মেইলে। (projuktibidda@techedu360.com). আমরা অবশ্যই আপনার পাণ্ডুলিপি আমাদের মাসিক ই-ম্যাগাজিন “প্রযুক্তিবিদ্যা” তুলে ধরার সম্পূর্ণ চেষ্টা করবো।

“প্রযুক্তিবিদ্যা” হলো প্রযুক্তি ও শিক্ষা ভিত্তিক একটি ই-ম্যাগাজিন। ডিজিটাল দুনিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে আমরাও হয়ে উঠেছি ডিজিটাল আর তাই ম্যাগাজিনকে নিয়ে এসেছি আপনার পকেটের মধ্যে।

আমাদের এই ই-ম্যাগাজিনটি আপনি যত ইচ্ছা ততবার ডাউনলোড করতে পারবেন এবং পৃথিবীর যে কোন জায়গা থেকে পড়তে পারবেন, তাছাড়া আমাদের ম্যাগাজিনটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে।

Powered by:



এইবারের সংখ্যায় যা যা থাকছে.....

প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান

- গুগল-ফেসবুককে বিশাল অঙ্কের জরিমানা..... ০১
- মানব স্বাস্থ্যের 'সবচেয়ে বড়' হুমকির সমাধান করলো সুপার কম্পিউটার..... ০৩
- উইন্ডোজ ১১-এ থাকছে উইন্ডোজ সেভেনের উইজেট ফিচার..... ০৫
- বিশ্বের প্রথম এসএমএস বিক্রি হলো কোটি টাকায়!..... ০৬
- ইমো নিয়ে এলো নতুন ফিচার..... ০৭
- ফাইভ জি'র অনুষ্ঠানে ঢুকতে বাধা..... ০৮
- জিমেইলে মেইল শিডিউল করবেন যেভাবে..... ১০
- ব্রাউজারে পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ করেন, হতে পারে বিপদ..... ১১

শিক্ষা

- যেসব শিক্ষার্থী টিকা নেয়নি তারা অনলাইনে ক্লাস করবে..... ১২
- ১২-১৮ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের ভ্যাকসিন প্রদানে বিষয়ে নির্দেশনা..... ১৩
- ঢাবিতে অন্তত ১ হাজার আসন কমানোর উদ্যোগ..... ১৪
- কারিগরি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে সরকার..... ১৫
- টেলিটকে ফল পুনঃনিরীক্ষার আবেদন..... ১৭
- জাবিতে বহিরাগত প্রবেশ ও সকল ধরনের সমাবেশ নিষিদ্ধ..... ১৯

ব্যবসা-বাণিজ্য

- রিটার্ন জমা না দেওয়ার পাঁচ কারণ..... ২০
- আমাজন ফিউচার সালিসি মামলা স্থগিত..... ২৪
- চালকলের মালিকেরা মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী নন, দাবি রশিদের..... ২৬
- ঢাকা-চট্টগ্রাম-দুবাই গন্তব্যে বিমানের বিশেষ ফ্লাইট..... ২৮

বিখ্যাত ব্যাক্তি

- জিয়াউর রহমান-এর জীবনী..... ৩০
- রাষ্ট্রপতির জীবনবৃত্তান্ত..... ৩৫
- কোটা আন্দোলন থেকে ছাত্র সংসদের শীর্ষ নেতা “ভিপি নরুল হক”..... ৪০

গল্প

- শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী-০২”..... ৪৩

শেষ পৃষ্ঠায় থাকছে বিশেষ চমক!!!



Facebook



Google

ব্যবহারকারীদের ওপর নজরদারি গুগল-ফেসবুককে বিশাল অঙ্কের জরিমানা

প্রযুক্তি জায়ান্ট গুগল ও ফেসবুককে বিশাল অঙ্কের জরিমানা করেছে ফ্রান্স। জরিমানার মোট অর্থের পরিমাণ ২১ কোটি ইউরো। প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান দুটিকে ‘কুকিস’ ব্যবহারের নীতির কারণেই এ জরিমানার মুখে পড়তে হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের নানা তথ্যের ওপর নজর রাখতেই কুকিস ব্যবহার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার এই তথ্য জানিয়েছে ফরাসি সরকার।

শুধু গুগল কিংবা ফেসবুকই নয়, ইউরোপজুড়ে চাপের মুখে পড়েছে অ্যাপল ও আমাজনের মতো মার্কিন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোও। এর মধ্যেই তাদের বড় অঙ্কের জরিমানা গুনতে হয়েছে। এ ছাড়া কীভাবে প্রতিষ্ঠানগুলো

পরিচালনা করা হবে, তা নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নানা নীতিমালার জারির পরিকল্পনা চলছে।

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা কম্পিউটার বা মুঠোফোন থেকে কোনো ওয়েবসাইটে ঢুকলে এ-সংক্রান্ত কুকিস ওয়েব ব্রাউজারে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। এগুলো গুগল ও ফেসবুকের মতো প্রতিষ্ঠানের কাছে বেশ মূল্যবান। কারণ, ব্যবহারকারীদের এসব তথ্যের ভিত্তিতেই বিজ্ঞাপন দিয়ে বিশাল অঙ্কের মুনাফা কামিয়ে নেয় তারা।

তবে এর মধ্য দিয়ে ব্যবহারকারীদের অনেক ব্যক্তিগত তথ্য বেহাত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

নতুন জরিমানার মোট অর্থের মধ্যে শুধু গুগলকে গুনতে হবে ১৫ কোটি ইউরো। ফ্রান্সের ইতিহাসে এর আগে কোনো প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানকে এত জরিমানা করা হয়নি। এর আগে ২০২০ সালে ডিসেম্বরে দেশটির ন্যাশনাল কমিশন ফর ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড ফ্রিডম (সিএনআইএল) গুগলকেই সর্বোচ্চ ১০ কোটি ইউরো জরিমানা করেছিল। সেবারও কারণ ছিল কুকিস সংক্রান্ত।

এদিকে জরিমানার কারণে ফেসবুকের পকেট থেকে খসবে ছয় কোটি ইউরো।

জরিমানা নিয়ে সিএনআইএল বলছে, ফ্রান্সে ফেসবুক, গুগল ও ইউটিউব ব্যবহারকারীদের কুকিসের ব্যবহার এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ রাখেনি। ফলে একপ্রকার বাধ্যতামূলকভাবেই তা চলে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে। ফেসবুক ও গুগলের এই চর্চা থামাতে তিন মাস সময় দেওয়া হয়েছে। এরপরও আগের পথে হাঁটলে তাদের প্রতিদিনের জন্য ১ লাখ ইউরো জরিমানা দিতে হবে।

ফ্রান্সের এমন কড়া পদক্ষেপের পর অবশ্য কুকিস ব্যবহারের চর্চা বদলের ইঙ্গিত দিয়েছে গুগল। এএফপিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে প্রতিষ্ঠানটি। পাশাপাশি এক বিবৃতিতে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের চাওয়া-পাওয়া অনুযায়ী তারা নতুন পরিবর্তনগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একই সঙ্গে সিএনআইএলের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থাটির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ করা হবে।



মানব স্বাস্থ্যের ‘সবচেয়ে বড়’ ভুমকির সমাধান করলো সুপার কম্পিউটার

মানব স্বাস্থ্যের জন্য বর্তমানে সবচেয়ে বড় ভুমকি অ্যান্টিবায়োটিক রেসিস্টেন্স বা শরীর অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে ওঠা। বিজ্ঞানীদের অনেক বছরের চেষ্টার পর অবশেষে এই সমস্যার সমাধান করেছে সুপার কম্পিউটার।

জার্মান বার্তা সংস্থা ডিপিএ ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পোর্টসমাউথ ইউনিভার্সিটির ডা. গেরহার্ড কোয়েনিগের নেতৃত্বে গবেষকদের একটি আন্তর্জাতিক দল পিএনএএস জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় এ কথা জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতি বছর প্রায় ৭ লাখ মানুষ অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়ার কারণে মারা যায় বলে বিজ্ঞানীদের অনুমান

এবং আগামী বছরগুলোতে এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া মানুষের গড় আয়ু ২০ বছর কমে যাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে যেকোনো রোগ পরিবর্তিত এবং বিকশিত হচ্ছে, তাই আগের চেয়েও দ্রুত রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে এমন নতুন অ্যান্টিবায়োটিক বিকাশের প্রয়োজন।

গবেষক দল পরিবর্তনশীল রোগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিদ্যমান অ্যান্টিবায়োটিকগুলোকে পুনরায় ডিজাইন করতে সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করছেন বলে জানিয়েছেন।

কম্পিউটেশনাল কেমিস্ট ডক্টর কোয়েনিগ বলেছেন, “অ্যান্টিবায়োটিক হলো আধুনিক ওষুধের অন্যতম স্তম্ভ এবং অ্যান্টিবায়োটিক রেসিস্টেন্স মানব স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকিগুলোর মধ্যে একটি তাই ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার নতুন উপায়ের বিকাশ করা প্রয়োজন।” তিনি আরও বলেন, “একটি নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হলে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নতুন একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়। এটি অত্যন্ত কঠিন এবং সাম্প্রতিক সময়ে অ্যান্টিবায়োটিকের নতুন শ্রেণি খুব কমই তৈরি করা হয়েছে।”

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) তালিকাভুক্ত দুইটি প্রয়োজনীয় ওষুধ এরিথ্রোমাইসিন এবং ক্লারিথ্রোমাইসিনের তুলনায় নতুন আবিষ্কৃত ওষুধটি ৫৬ গুণ বেশি কার্যকরী বলে গবেষক দলটি জানিয়েছে। তবে ওষুধটি এখনও মানবদেহে পরীক্ষা করা হয়নি।

ডা. কোয়েনিগ বলেন, যতক্ষণ না ব্যাকটেরিয়া বর্তমান অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে নিজের বিকাশ ঘটাচ্ছে এবং প্রতিরোধী হয়ে উঠছে ততক্ষণ আমাদের ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী অ্যান্টিবায়োটিক সম্পর্কিত পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের কম্পিউটারগুলো প্রতি বছর আরও দ্রুততর হয়ে উঠছে। কম্পিউটার যদি দাবাতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে পরাজিত করতে পারে, তাহলে কেন তারা ব্যাকটেরিয়াকে পরাস্ত করতে পারবে না?



Search the web

Weather

Dadri, Uttar Pradesh

33°C Mostly sunny
9% 228

| Today | Tue | Wed | Thu | Fri |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 36° 23° | 36° 22° | 34° 21° | 34° 21° | 34° 23° |

See full forecast

Suggested for you

TATAMOTOR
Tata Motors Ltd
415.30 +8.45%

ITC
ITC Ltd
238.05 +2.74%

Go to watchlist

Photos

September Moments
Sep · Over 100 items

See all

INDIAN PREMIER LEAGUE

| | | |
|--------|--------------|-------------------|
| DC | 172/5 (20.0) | Final 10 Oct |
| CSK | 173/6 (19.4) | |
| RCB | | 11 Oct 7:30 pm |
| KKR | | |
| DC | | 13 Oct 7:30 pm |
| T.B.C. | | |

See more Indian Premier League

উইন্ডোজ 11-এ থাকছে উইন্ডোজ 7-এর উইজেট ফিচার

মাইক্রোসফটের কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেমের নবতম ভার্সন উইন্ডোজ ১১ অক্টোবরের ৫ তারিখ থেকে চালু হয়। যারা উইন্ডোজ ১০ ব্যবহার করেন তারা বিনামূল্যে এই ভার্সনটিতে আপগ্রেড করতে পারছেন। নতুন এই ভার্সনটিকে ব্যবহারকারীদের জন্য “পরিচ্ছন্ন এবং সহজতর” করে তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উইন্ডোজের চিফ প্রোডাক্ট অফিসার প্যানোস পানে।

তিনি বলেন, “প্রযুক্তি সম্পর্কে সবচাইতে কম জানা মানুষরাও খুব সহজেই নতুন এই সিস্টেমটি আপগ্রেড করতে পারবেন। ইতোমধ্যে বিশেষজ্ঞ ব্যবহারকারীরা উইন্ডোজ ইনসাইডার ড্রায়াল প্রোগ্রাম ব্যবহার করে অপারেটিং সিস্টেমটি পরীক্ষা

করেছেন। তারা এতে কোনো ধরনের সমস্যা পাননি।” এদিকে উইন্ডোজ ১১ অপারেটিং সিস্টেম উইজেট প্যানেলে কিছু আপডেট নিয়ে আসছে। বর্তমান অপারেটিং সিস্টেমে তৃতীয়পক্ষের (থার্ড পার্টি) উইজেট সমর্থন করে না, কারণ তৃতীয়পক্ষের উইজেটগুলো ডেস্কটপে পিন করার অনুমতি দেয় না। প্রযুক্তি বিষয়ক সংবাদ মাধ্যম উইন্ডোজ লেটেস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উইন্ডোজ ১১ তার উইজেট বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে বড় একটি পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা করছে। মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ১১-এ সংস্করণ 22H2-এ তৃতীয় পক্ষের উইজেটগুলি ডেস্কটপে পিন করার পরিকল্পনা করছে। উইন্ডোজ লেটেস্টের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, উইন্ডোজ ১১-

এর উইজেটগুলোকে ব্যবহারকারীরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী উইজেট প্যানেলে সাজিয়ে নিতে পারবেন। যেসব ব্যবহারকারী উইন্ডোজ সেভেন এবং উইন্ডোজ ভিস্তা ব্যবহার করেছেন, তারা গ্যাজেট বা উইজেট শব্দটির সাথে পরিচিত। দুর্ভাগ্যবশত, উইন্ডোজ ১১-এর উইজেটগুলো উইন্ডোজ সেভেন বা উইন্ডোজ ভিস্তার উইজেটের মতো নয়। বর্তমানে উইন্ডোজ ১১-এ উইজেটগুলোকে ডেস্কটপে পিন করে রাখা যায় না। এগুলোকে শুধুমাত্র উইজেট বোর্ডেই দেখা যায়।



বিশ্বের প্রথম এসএমএস বিক্রি হলো কোটি টাকায়!

ব্রিটিশ বহুজাতিক টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি ভোডাফোন ১ লাখ ৭ হাজার ইউরো বা ১ কোটি ৩ লাখ ৭৯ হাজার টাকায় বিশ্বের প্রথম এসএমএস (স্মুদেবার্তা) বিক্রি করেছে। মঙ্গলবার (২১ ডিসেম্বর) এক টুইটারে সংস্থাটি জানিয়েছে, বিশ্বের প্রথম এসএমএস ছিল “মেরি ক্রিসমাস”, যেটি ভোডাফোন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানটি জানায়, ১৫ ক্যারেঞ্জারের বার্তাটি ১৯৯২ সালের ৩ ডিসেম্বর ভোডাফোনের কর্মচারী রিচার্ড জার্ভিস তার অরবিটেল ৯০১ হ্যান্ডসেটে পেয়েছিলেন। এ ঘটনা পরবর্তীতে যোগাযোগ শিল্পে বিপ্লব ঘটায় বলে ভোডাফোনের দাবি। প্রতিষ্ঠানটির বিবৃতি অনুসারে, প্যারিস ভিত্তিক একটি নিলাম হাউসে বার্তাটি “নন-ফাঞ্জিবল টোকেন” (এনএফটি) হিসেবে বিক্রি হয়েছে। পরবর্তীতে, বার্তাটি ক্রেতাকে প্রিন্ট করে ফ্রেমে বাধিয়ে এবং সনদসহ হস্তান্তর করা হবে।



ইমো নিয়ে এলো নতুন ফিচার

ENHANCED PHOTO SHARING EXPERIENCE

Data saver

High quality

Original image



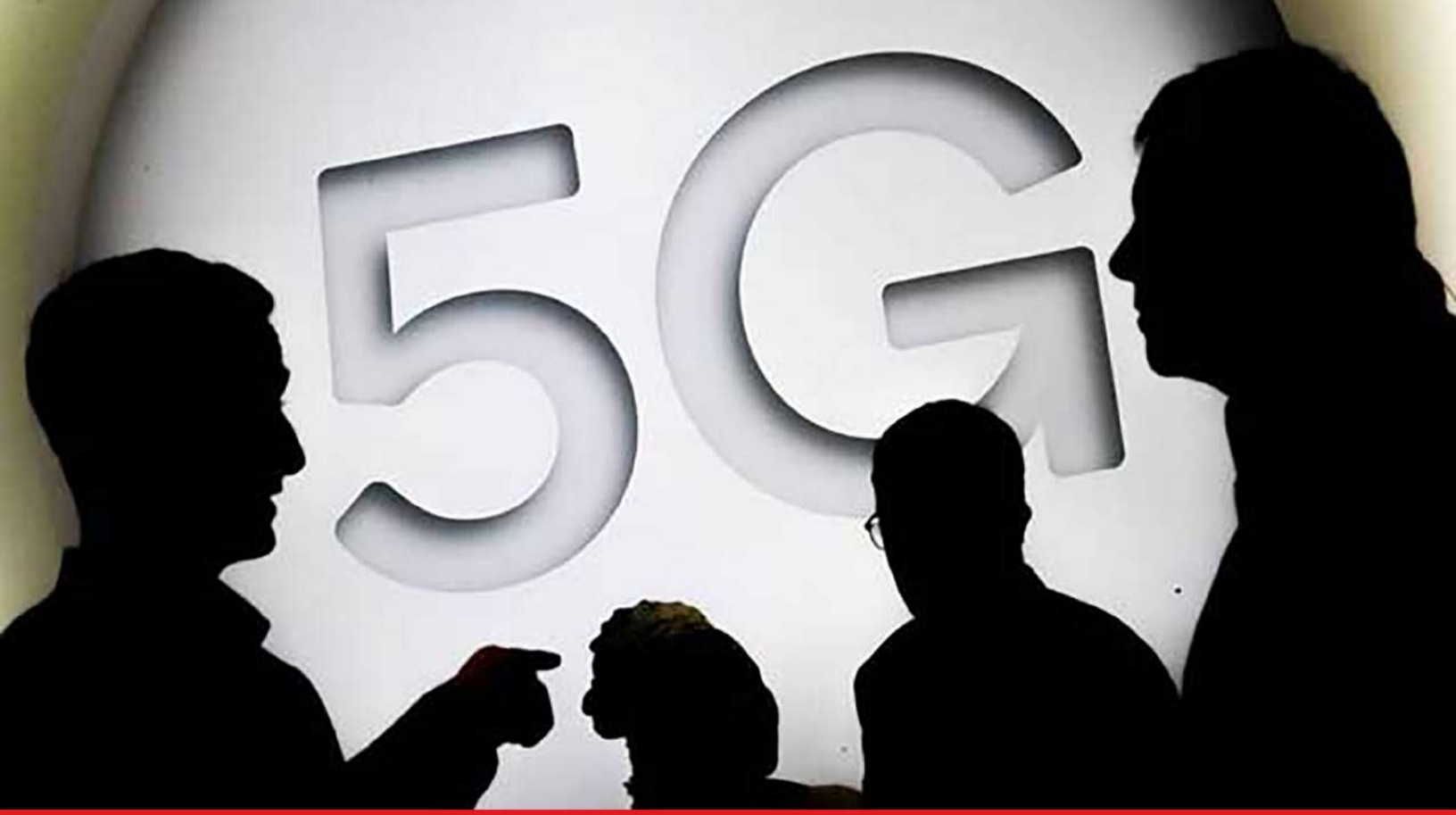
ছবি আদান প্রদান এবং ভয়েস বার্তার জন্য নতুন ফিচার নিয়ে এসেছে ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং অ্যাপ-ইমো (আইএমও)। ইমো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, নতুন এ ফিচারটি ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করবে। গত ১৪ ডিসেম্বর থেকেই ইমোর আপডেট সংস্করণে এ ফিচারটি উপভোগ করছেন ব্যবহারকারীরা। প্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান সময়ে উপযোগী এবং উচ্চ কোয়ালিটি সম্পন্ন ছবি আদান প্রদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই ইমো আরও ভালো অভিজ্ঞতার জন্য ছবি আদান প্রদানের ফাংশন আপগ্রেড করেছে।

ব্যবহারকারীদের ফিডব্যাক এর ভিত্তিতে ইমো ছবি আদান প্রদান করার জন্য দুটি নতুন অপশন যুক্ত করেছে, একটি হল; হাই

ডেফিনিশনের “অরিজিনাল ইমেজ” এবং অপরটি হল মিডিয়াম ডেফিনিশনের “হাই কোয়ালিটি” ইমেজ। এছাড়াও, ইমো “ডেটা সেভার” মোডের জন্য ছবির ডেফিনিশন উন্নত করতেও কাজ করেছে। এখন পর্যন্ত ইমো ছবি আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ৩টি অপশন রেখেছে।

অপরদিকে ব্যবহারকারীর সুবিধার জন্য ইমো একটি ইনোভেটিভ ভয়েস মেসেজিং রিসিভার ফাংশন নিয়ে আসছে। ভয়েস মেসেজ ওপেনিং এর সময় ব্যবহারকারীরা ম্যানুয়ালি “ইয়ার স্পিকার” মোড বেছে নিতে পারবেন। এই ফিচারটি সেইসব ব্যবহারকারীদের জন্য যারা জনসম্মুখে উচ্চস্বরে ভয়েস বার্তা শুনতে পছন্দ করেন না। অনেক ফিচারের মধ্যে, ভয়েস

মেসেজিং ফাংশনটি ইতোমধ্যে ব্যবহারকারীদের জন্য রোল আউট করা হয়েছে। এছাড়া ইমোতে ভয়েস মেসেজ পাঠাতে এখন আর মাইক্রোফোন বাটন চেপে রাখতে হবে না। এর পরিবর্তে “ক্লিক টু সেন্ড” বাটনে ক্লিক করে ভয়েস রেকর্ড শুরু করতে হবে। রেকর্ডিং বন্ধ করতে “ক্লিক টু স্টপ” বাটনে ক্লিক করে রেকর্ড শেষ করে ব্যবহারকারীদের সরাসরি ভয়েস বার্তা পাঠাতে সক্ষম হবেন।



ফাইভ জি'র অনুষ্ঠানে ঢুকতে বাধা চীনা প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ

দেশে ফাইভজি নেটওয়ার্ক পরীক্ষামূলকভাবে চালুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রবেশ করা নিয়ে চীনের বহুজাতিক ফোন নির্মাতা ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান “হুয়াওয়ে”-এর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় হুয়াওয়ে’র কর্মকর্তাদের ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ডাক ও টেলিযোগযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

জানা গেছে, টেলিটকের ফাইভ জি প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি সরবরাহের কাজ করছে নোকিয়া করপোরেশন এবং হুয়াওয়ে। এছাড়া, ফাইভ জি প্রকল্পের কিছু কাজে চীনের

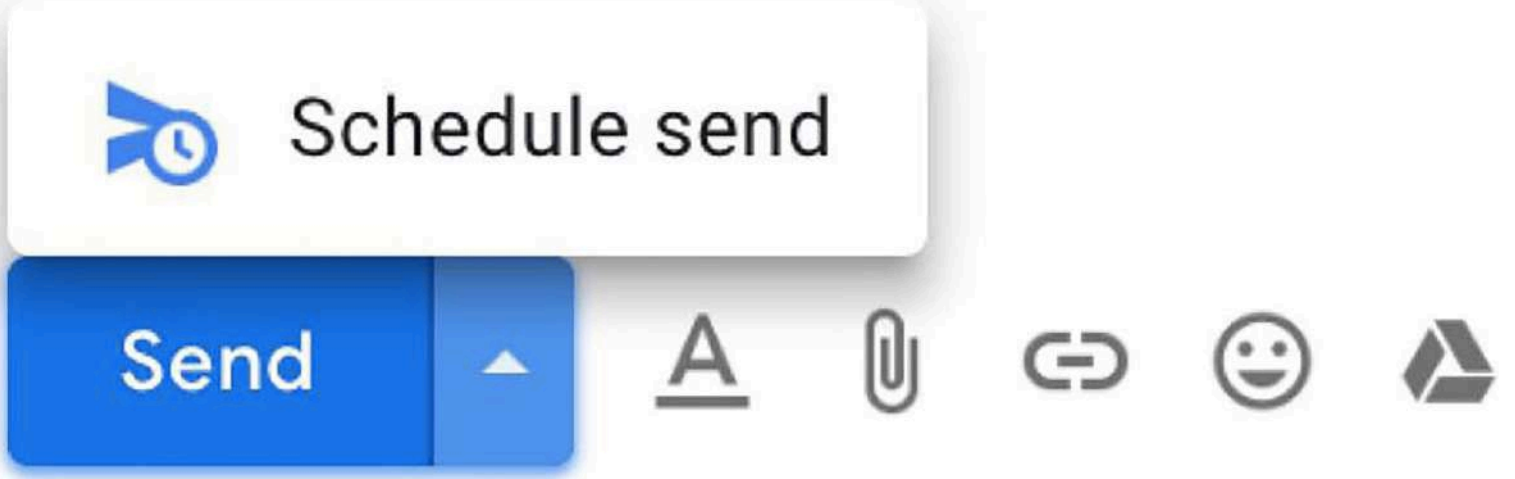
সরকারি প্রতিষ্ঠান জেডটিই-ও যুক্ত। গত ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর র‍্যাডিসন হোটেলে রাষ্ট্রীয় মোবাইল ফোন অপারেটর টেলিটকের ফাইভ জি চালুর উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছিল। টেলিটকের সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা জানান, অনুষ্ঠানে অতিথিদের স্বাগত জানানোর দায়িত্বে ছিল হুয়াওয়ের কয়েকজন বাংলাদেশি ও চীনা কর্মকর্তা। এ সময় চীনের সরকারি প্রতিষ্ঠান জেডটিই’র প্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত হলে তাদের প্রবেশে বাধা দেন হুয়াওয়ের কর্মকর্তারা। এ সময় জেডটিই বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী (সিইও) ভিনসেন্ট লিউ নিজের আমন্ত্রণপত্র

দেখালে আমন্ত্রণপত্রটি ছিঁড়ে ফেলেন হুয়াওয়ের এক কর্মকর্তা। এ ঘটনার পর অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন জেডটিই'র কর্মকর্তারা।

ডাক ও টেলিযোগযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, “হুয়াওকে একদম সরাসরি ক্ষমা চাওয়ার জন্য বলা হয়েছে।” মন্ত্রী জানান, এরপর আর কোনো অনুষ্ঠানে অতিথিদের স্বাগত জানাতে হুয়াওয়ের কাউকে রাখা হবে না। এ বিষয়ে হুয়াওয়ের কর্মকর্তাদের দাবি, তাদের চীনা কর্মকর্তাদের কয়েকজন লোক চড়াও হওয়ায় তারা এমন কাজ করেছে। এদিকে, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুধু চীনের দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই নয়, অনুষ্ঠানে টেলিটকের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও “হাতাহাতি”র ঘটনা ঘটেছে সেদিন। টেলিটকের এক কর্মকর্তা জানান, চীনের দুই প্রতিষ্ঠানের লোকজনের হইচই শুনে টেলিটকের কর্মকর্তারা তাদের ওপর হামলা হয়েছে এমন গুজবে হুয়াওয়ের লোকজনের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন।

এ বিষয়ে হুয়াওয়ে টেকনোলজিস বাংলাদেশের পাবলিক অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন্স ডিপার্টমেন্ট এর প্রধান ইউয়িং কার্ল জানান, অনুষ্ঠানে একটি অপ্রীতিকর ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে, সেটি সংশোধনের জন্য আমরা ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ করা হচ্ছে।

জিমেইলে মেইল শিডিউল করবেন যেভাবে



গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য বিদেশে থাকা ক্রেতাকে পাঠাতে হবে রাত ১১টায়। কিন্তু আপনার প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় সন্ধ্যা সাতটায়। ফলে শুধু একটি মেইল পাঠানোর জন্য চার ঘণ্টা অফিসে বসে থাকতে হবে আপনাকে। কেমন হয় যদি নির্ধারিত সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই ক্রেতার কাছে মেইলটি পাঠানো যেত। আপনার মনের ইচ্ছা পূরণে জিমেইলের রয়েছে মেইল শিডিউল সুবিধা।

এ সুবিধা ব্যবহারের জন্য প্রথমে জিমেইল অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করে বাঁ পাশে থাকা ‘কম্পোজ’ অপশনে ক্লিক করতে হবে। প্রাপকের নাম ও মেইলটি লিখে ‘সেন্ড’ বাটনের ডান পাশে থাকা ড্রপডাউন মেনুর ওপর কারসর রাখলেই দেখা যাবে ‘মোর সেন্ড অপশনস’। এবার ‘শিডিউল সেন্ড’ অপশনে ক্লিক করলে আগে থেকে নির্বাচিত কিছু সময় দেখা যাবে।

যদি সেই সময়গুলো আপনার প্রয়োজন না হয়, তবে ‘পিক ডেট অ্যান্ড টাইম’ অপশনে ক্লিক করে আপনার প্রয়োজনীয় সময় নির্বাচন করতে হবে। এবার ‘শিডিউল সেন্ড’ অপশনে ক্লিক করলেই মেইলটি নির্দিষ্ট সময় প্রাপকের কাছে পৌঁছে যাবে।



ব্রাউজারে পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ করেন, হতে পারে বিপদ

আলাদা পাসওয়ার্ড দেওয়ার ঝামেলা এড়াতে অনেকেই ব্রাউজারে নিজেদের ই-মেইল বা সামাজিক যোগাযোগ সাইটের পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ করেন। এতে সাময়িকভাবে বারবার পাসওয়ার্ড লেখার ঝামেলা থেকে মুক্তি মিললেও বড় ধরনের বিপদ হয়তো অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। কারণ, ‘রেডলাইন স্টিলার’ নামের একটি মেলওয়্যার ব্রাউজারে থাকা আপনার ই-মেইল, সামাজিক যোগাযোগের সাইট এমনকি ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করে বিপদে ফেলতে পারে। মেলওয়্যারটি কোনোভাবে যন্ত্রে প্রবেশ করলেই গোপনে ব্রাউজারে থাকা ব্যবহারকারীদের সার্চ ইতিহাস এবং পাসওয়ার্ডের সব তথ্য পাচার করতে থাকে। মেলওয়্যারটি এতই শক্তিশালী যে যন্ত্রে অ্যান্টিভাইরাস থাকলেও শনাক্ত করতে পারে না। এরই মধ্যে মেলওয়্যারটি প্রায় সাড়ে ৪ লাখ ব্যবহারকারীর তথ্য চুরি করেছে বলে জানিয়েছে সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান ‘অনল্যাব’। সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হচ্ছে, অনলাইনে মাত্র ১৫০ থেকে ২০০ ডলারের বিনিময়ে মেলওয়্যারটি বিক্রি করছে সাইবার অপরাধীরা। ফলে যে কেউ আপনার যন্ত্রে নজরদারি করতে পারে। মেলওয়্যারটি থেকে নিরাপদে থাকতে ‘গুগল ক্রোম’ বা ‘মাইক্রোসফট এজ’ ব্রাউজারে নিজেদের ই-মেইল ঠিকানা, পাসওয়ার্ড বা সামাজিক যোগাযোগ সাইটের পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ না করার পরামর্শ দিয়েছেন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা।

(সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস)



যেসব শিক্ষার্থী টিকা নেয়নি তারা অনলাইনে ক্লাস করবে

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, আমাদের কোনোভাবেই ঝুঁকি নেওয়ার সুযোগ নেই। আমরা টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি এবং এটি চলছে। এটাকে আরও বেগবান করতে হবে। তিনি আরও বলেন, যেভাবে টিকাদান কর্মসূচি চলছে তাতে খুব শিগগিরই যেসব শিক্ষার্থীর বয়স ১২ বছরের বেশি তাদের বেশিরভাগেরই টিকা দেওয়া হয়ে যাবে। যাদের এখনও (টিকা) দেওয়া হয়নি তাদের অনলাইনে ক্লাস চলতে থাকবে। তারা সে সুবিধাগুলো নেবে। তারা যতদ্রুত পারে সবাই টিকা নিয়ে ক্লাসে চলে আসবে। আমরা সেটাই চাই।

বৃহস্পতিবার (৬ জানুয়ারি) বিকেলে গাজীপুর মহানগরীর বাহাদুরপুরে রোভার স্কাউটস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রতিভা অন্বেষণ ও আন্তঃইউনিট বিতর্ক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ রোভার স্কাউটস অঞ্চল এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বাংলাদেশ রোভার স্কাউটস অঞ্চলের সভাপতি ড. মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মো. মোজাম্মেল হক খান।



১২-১৮ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের ভ্যাকসিন প্রদানের লক্ষ্যে জন্ম নিবন্ধন বিষয়ে নির্দেশনা

১২-১৮ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন প্রদানের নিমিত্ত সুরক্ষা অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধন কাজ শুরু হয়েছে। বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় জন্ম নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হলেও এখনো অনেক শিক্ষার্থীর জন্ম নিবন্ধন সনদ নেই মর্মে রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় অবগত হয়েছে। অথচ সুরক্ষা অ্যাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন প্রদানের জন্য জন্ম নিবন্ধন আবশ্যিক। ২০০১ সালের পর জন্ম নেয়া শিশুর জন্ম নিবন্ধনের ক্ষেত্রে BDRIS Software এ পিতা-মাতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর প্রদানের বিধান আছে।

১২-১৮ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন প্রদানের নিমিত্ত সুরক্ষা অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক-২ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় পিতা-মাতার জন্ম নিবন্ধন ব্যতীত শিক্ষার্থীদের জন্ম নিবন্ধন করার সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে।

১২-১৮ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন প্রদানের নিমিত্ত সুরক্ষা অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধন সম্পাদন করার নিমিত্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রদত্ত সনদের ভিত্তিতে প্রয়োজনে পিতা-মাতার জন্ম নিবন্ধন রাতীত ন্যূনতম সময়ে নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো। তবে পরবর্তীতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পিতা মাতার জন্ম নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে এ নির্দেশনা জারী করা হল।



ঢাবিতে অন্তত ১ হাজার আসন কমানোর উদ্যোগ

২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসনসংখ্যা অন্তত ১ হাজার কমিয়ে ৬ হাজারে নামিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। উচ্চশিক্ষাকে প্রয়োজন ও দক্ষতাভিত্তিক করতে এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোর সঙ্গে আসনসংখ্যা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়-এমন সমালোচনা বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে। শিক্ষার্থীদের আবাসনব্যবস্থা, গ্রন্থাগার সুবিধা, শ্রেণিকক্ষ ও পরিবহন থেকে শুরু করে সর্বত্র অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর চাপ রয়েছে।

গত দুই দশকে অপরিবর্তিতভাবে নতুন নতুন বিভাগ-ইনস্টিটিউট খোলা ও একই অনুপাতে অবকাঠামো না বাড়ায় এ অবস্থা তৈরি হয়েছে। অবকাঠামো বাড়াতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'ভৌত মহাপরিকল্পনা' প্রস্তুত করেছে। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ভৌত মহাপরিকল্পনার আগে একটি 'একাডেমিক মহাপরিকল্পনা' প্রস্তুতের আহ্বান জানান।



কারিগরি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে সরকার

মানসম্মত কারিগরি শিক্ষা নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার বলে জানিয়েছেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী।

মঙ্গলবার (২৩ নভেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁও পয়টন ভবনে এসএমই ফাউন্ডেশন ও জার্মান উন্নয়ন সংস্থা এফইএস, বাংলাদেশের যৌথ আয়োজনে ‘বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন: জার্মানির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা’ শীর্ষক পলিসি পেপার উপস্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান। তিনি আরও বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীও কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে

কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দিয়েছেন।’

উপমন্ত্রী আরও বলেন, ‘বর্তমান সরকার দায়িত্বগ্রহণের পর ২০০৯ সাল থেকেই দেশের কারিগরি শিক্ষা উন্নয়নে কারিকুলাম পরিবর্তন, শিল্পের চাহিদা অনুসারে কার্যকর ও বিষয়ভিত্তিক কোর্সের সংখ্যা বাড়ানোসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে। তবে এখনও দেশের কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা আরও উন্নয়ন করা প্রয়োজন।’

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমানের

সভাপতিত্বে এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. হেলাল উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে পলিসি পেপার উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. এম এ বাকী খলীলী।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, ‘বর্তমান সরকার কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে আন্তরিক। বর্তমানে ৬৪টি জেলায় সরকারের কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। সরকার প্রথম ধাপে ১০০টি উপজেলায় এবং দ্বিতীয় ধাপে ৩২৯টি উপজেলায় তা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে।’

তবে বিদ্যমান সব কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান ভালো নয় স্বীকার করে তিনি বলেন, ‘এজন্য দেশের কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এ, বি ও সি ক্যাটাগরিতে রেটিং করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই জাতীয় মান কাঠামো অনুসরণ করে মানসম্মত কারিগরি শিক্ষা নিশ্চিত করতে সহায়তা করা হবে।’

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান বলেন, ‘দেশে প্রায় সাড়ে ১০ হাজার কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকলেও শিল্প মালিকদের চাহিদা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কারিকুলামের মধ্যে এখনও অনেক দূরত্ব রয়ে গেছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘খরচ কমাতে শিল্প মালিকরা যেমন দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ দিতে চান না, তেমনি কারিগরি শিক্ষার মান নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। তবে বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিতে এবং শিল্পের জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে প্রয়োজন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, ইন্টানশিপ ও ব্যবহারিক জ্ঞান বাড়ানো।’

টেলিটক

আমাদের ফোন



টেলিটকে ফল পুনঃনিরীক্ষার আবেদন

সম্প্রতি প্রকাশিত হলো এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল। এবারের প্রাপ্ত ফলাফল পুনঃনিরীক্ষার আবেদন শুরু হয় গতকাল থেকে। ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত এসএমএসের মাধ্যমে পুনঃনিরীক্ষার আবেদন করা যাবে। তবে শুধু টেলিটক প্রি-পেইড মোবাইল ফোন থেকে পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করা যাবে। বৃহস্পতিবার বিকালে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এসএম আমিরুল ইসলামের সই করা অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়েছে। আর তাই এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল পুনঃনিরীক্ষার আবেদন করতে মোবাইলের Message অপশনে গিয়ে RSC বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর রোল নম্বর বিষয় কোড লিখে Send করতে হবে ১৬২২২

নম্বরে।

উদাহরণ : ঢাকা বোর্ডের কোনো পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর ১২৩৪৫৬ হলে এবং পরীক্ষার্থী আবেদন করতে চাইলে message অপশনে RSC Dha ১২৩৪৫৬ ১৩৬ Send করতে হবে ১৬২২২ নম্বরে। ফিরতি এসএমএসে আবেদন বাবদ কত টাকা কেটে নেওয়া হবে তা জানিয়ে একটি PIN নম্বর দেওয়া হবে। এতে সম্মত থাকলে ম্যাসেজ অপশনে গিয়ে RSCYesPIN Contact Number (যে কোনো মোবাইল অপারেটর) লিখে Send করতে হবে ১৬২২২ নম্বরে। উল্লেখ্য, পুনঃনিরীক্ষণের ক্ষেত্রে একই এসএমএসের মাধ্যমে একাধিক বিষয়ের (যেসব বিষয়ের

পরীক্ষা হয়েছে) জন্য আবেদন করা যাবে। সে ক্ষেত্রে কমা দিয়ে বিষয় কোডগুলো আলাদা করে লিখতে হবে। যেমন পদার্থ ও রসায়ন দুটি বিষয়ের জন্য টেলিটক প্রি-পেইড মোবাইলের ম্যাসেজ অপশনে গিয়ে RSCDha Space Roll Number Space> ১৩৬,১৩৭ লিখতে হবে। প্রতিটি বিষয় ও প্রতিপত্রের জন্য ১২৫ টাকা হারে চার্জ কাটা হবে। যেসব বিষয়ের দুটি পত্র (প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র) রয়েছে, সেসব বিষয়ের ফল পুনঃনিরীক্ষার আবেদন করলে মোট ২৫০ টাকা ফি কাটা হবে।



জাবিতে বহিরাগত প্রবেশ ও সকল ধরনের সমাবেশ নিষিদ্ধ

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে বহিরাগত প্রবেশ এবং সকল ধরনের সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার (৬ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার রহিমা কানিজ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

রহিমা কানিজ বলেন, “বিশ্ববিদ্যালয় পিকনিক স্পট এবং মিলনমেলার স্থান হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে অবহিত না করে কোনো ধরনের অনুষ্ঠান করা যাবে না। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় অভ্যন্তরে সব ধরনের সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।”

এর আগে, দেশব্যাপী করোনাভাইরাস পরিস্থিতি বিবেচনায় সশরীরে ক্লাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। রোববার (৯ জানুয়ারি) থেকে পরবর্তী নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত তাত্ত্বিক ক্লাসগুলো বন্ধ থাকবে। তবে স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে একাধিক গ্রুপ করে চলমান পরীক্ষা ও ব্যবহারিক ক্লাস গুলো যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অব্যাহত হবে।



রিটার্ন জমা না দেওয়ার পাঁচ কারণ

জীবনধারণের জন্য আপনি আয় করবেন। সেই আয়ের একটা অংশ সরকারি কোষাগারে কর হিসেবে জমা দেবেন, এটাই নিয়ম, এটাই আইন। কিন্তু বাংলাদেশে দেড় শতাংশের মতো মানুষ প্রতিবছর আয়-ব্যয়ের হিসাব জানিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) আয়কর বিভাগে বার্ষিক রিটার্ন জমা দেন। কর প্রাপ্য হলে তাঁরা করও দেন। ১৭ কোটি মানুষের দেশে মাত্র ২৫ লাখের মতো এমন করদাতা আছেন। করযোগ্য আয় থাকলেও বাকিরা কর দেন না।

কেন করদাতারা কর দিতে আগ্রহ দেখান না, তার কারণ খুঁজতে গিয়ে রিটার্ন জমা

না দেওয়ার মোটাদাগে পাঁচটি কারণ পাওয়া গেছে। এগুলো হলো সচেতনতা কম, হয়রানির ভয়, কর বিভাগের সক্ষমতার ঘাটতি, জটিল হিসাব পদ্ধতি ও উচ্চ করহার।

এনবিআরের সাবেক সদস্য (আয়কর নীতি) আমিনুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, হয়রানির ভয়ে কর অফিসে যেতে চান না করদাতারা। আবার কর দেওয়ার প্রক্রিয়াও বেশ জটিল। কর দেওয়ার ব্যবস্থা সহজ করলে এমনিতেই করদাতারা কর দিতে উৎসাহিত হবেন। এ জন্য কর বিভাগে ব্যাপকভাবে অটোমেশন প্রয়োজন। নতুন

আয়কর আইনে এসব বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত ।

কর দিয়ে কী হবে:

এ দেশে উন্নয়নমূলকসহ সব ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয় । এর বড় অংশ জনগণকেই দিতে হয় । বিদেশি সহায়তা এখন আর খুব বেশি আসে না । আবার রাষ্ট্রমালিকানাধীন খুব বেশি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানও নেই, যারা অর্থের জোগান দেবে । তাই কর কিংবা ঋণের জন্য জনগণের ওপরই ভরসা করতে হয় । অথচ এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা সচেতনতার ঘাটতি রয়েছে । আবার করযোগ্য মানুষকে করের আওতায় আনার জোরালো উদ্যোগেরও ঘাটতি রয়েছে । ইউরোপ-আমেরিকার বহু উন্নত দেশ তাদের রাজস্ব আয়ের অর্ধেকের বেশি প্রত্যক্ষ কর বা আয়কর থেকে পায় । এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও ভুটানেও জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলাদেশের চেয়ে বেশি মানুষ কর দেন ।

এসব দেশের রাজস্ব বিভাগের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, ভুটানের জনসংখ্যা ৭ লাখ ৫৪ হাজার । সর্বশেষ অর্থবছরে প্রায় ৮৮ হাজার করদাতা রিটার্ন দিয়েছেন সে দেশে । অর্থাৎ দেশটির মোট জনসংখ্যার ১১ শতাংশের বেশি প্রত্যক্ষ করের আওতায় আছেন । নেপালের জনসংখ্যা ২ কোটি ৮০ লাখ । ওই দেশে ৩০ লাখ করদাতা কর দেন । অর্থাৎ দেশটির মোট জনসংখ্যার প্রায় ১১ শতাংশ করের আওতায় আছেন । শ্রীলঙ্কার অবস্থাও তুলনামূলক ভালো । ২ কোটি ১৬ লাখ জনসংখ্যার এ দ্বীপ দেশে মোট জনসংখ্যার ৭ শতাংশ কর দেন । দেশটির করদাতার সংখ্যা ১৫ লাখের বেশি ।

অন্যদিকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৭ কোটি ছাড়িয়ে গেছে । বাংলাদেশে প্রায় ৬৩ লাখ নাগরিকের কর শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) আছে । এ বছর নির্ধারিত সময় শেষে আয়কর বিবরণী বা রিটার্ন জমা দেন মাত্র ২৩ লাখ । টিআইএনধারীর মাত্র ৩৭ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছেন । অবশ্য আরও তিন লাখ টিআইএনধারী রিটার্ন দেওয়ার জন্য দুই মাস সময় বাড়িয়েছেন ।

হয়রানির ভয়:

সাধারণ করদাতাদের মধ্যে কর নিয়ে একধরনের ভীতি আছে। তাঁদের শঙ্কা একবার করজালে ঢুকে গেলে প্রতিবছরই কর দিতে হবে। আবার কর কার্যালয়ের হয়রানির ভয় তো আছেই। কিন্তু বাস্তবতা হলো একবার টিআইএন নিলে প্রতিবছর কর দিতে হবে, এটা ঠিক নয়। করযোগ্য আয় থাকলেই শুধু কর দিতে হবে। তা না হলে ‘শূন্য’ রিটার্ন দিলেই হয়। তবে হয়রানির বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না।

করদাতাদের কর কার্যালয়ে গিয়ে রিটার্ন জমাসহ করসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে করদাতাদের নানাভাবে হয়রানির অভিযোগ রয়েছে কর কার্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে। এ ধরনের হয়রানি রোধে তাই এ বছর থেকে অনলাইনে রিটার্ন দেওয়ার ব্যবস্থা আবার চালু করা হয়েছে।

জটিল হিসাব পদ্ধতি:

করের হিসাব-নিকাশও বেশ জটিল। একজন সাধারণ নাগরিক বা স্বল্পশিক্ষিত করদাতার পক্ষে এ হিসাব-নিকাশ করা কঠিন। মোটাদাগে বার্ষিক আয়ের ওপর কর বসে না। করমুক্ত আয়সীমার আয় বাদ দেওয়া; তারপর স্তরভিত্তিক আয়ের ওপর আলাদা করে করহার অনুযায়ী করের হিসাব করা বেশ কষ্টসাধ্য এবং গণিতে পাকা হতে হবে। এ ছাড়া বাড়িভাড়া, যাতায়াত, চিকিৎসা ভাতার করমুক্ত সীমা জেনে হিসাব করতে হয়। আবার সঞ্চয়পত্র, এফডিআর কিংবা শেয়ারবাজারসহ সরকার অনুমোদিত নির্দিষ্ট খাতে বিনিয়োগ করে কর রেয়াত নেওয়া সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হয়। পাশাপাশি তা হিসাব করার জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় করদাতাদের। হিসাব-নিকাশের এসব ঝামেলা এড়াতে অনেকে করজালে আসতে চান না কিংবা রিটার্ন দিতে চান না।

ভারতে একটি নিয়ম চালু আছে। যেমন কোনো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর বার্ষিক বেচাকেনা ৫০ রুপির কম হলে তাঁকে কোনো হিসাব-নিকাশের ঝামেলায় না গিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর দিলেই তা মেনে নেয় সে দেশের কর বিভাগ। বাংলাদেশেও এ ধরনের ব্যবস্থা চালু হলে ভালো সাড়া মিলবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

করহার বেশি:

বাংলাদেশে করহার তুলনামূলক বেশি। এ করহার ৫ থেকে ২৫ শতাংশ। যাঁদের তিন কোটি টাকার ওপরে সম্পদ আছে, তাঁদের করের ওপর সারচার্জ দিতে হয়। করহার বেশি হলেও কর রেয়াতের সুযোগ কম। এমনকি উৎসে কর কেটে রাখার পর তা যদি ফেরতযোগ্য হয়, তাও ফেরত পাওয়া যায় না। অনেক খাতের উৎসে কর চূড়ান্ত দায় হিসেবে বিবেচিত করা হয়। যেমন গাড়িমালিকদের প্রতিবছর কমপক্ষে ২৫ হাজার টাকা উৎসে কর দিতে হয়। কিন্তু ওই গাড়ির মালিকের যদি করযোগ্য আয় বা উৎসে কেটে রাখা কর ফেরতযোগ্য হয়, তবে সেই টাকা আর তিনি পাবেন না। বাংলাদেশের একশ্রেণির সামর্থ্যবানেরা উচ্চ করহারের কারণে করজালে আসতে বা রিটার্ন দিতে উৎসাহিত হন না। আয় বা সম্পদ লুকিয়ে রাখেন তাঁরা।

এক কর্মীর হাতে এক হাজার কর নথি:

গত এক দশকে আয়কর আদায়ের লক্ষ্য কয়েক গুণ বাড়লেও এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এনবিআরের জনবল বাড়েনি। বেশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হয়, এমন কিছু উপজেলা পর্যায়ে কর অফিস খোলা হয়েছে। কিন্তু পর্যাপ্ত লোকবলের অভাব আছে। ৬৩ লাখ টিআইএনধারীর জন্য আয়কর বিভাগে সর্বসাকল্যে লোক আছেন ৬ হাজার ২৬২ জন। আয়কর বিভাগের একজন কর্মীর কাছে গড়ে এক হাজার ছয়টি কর নথি পড়ে। এর বাইরে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে করদাতাদের কর নথিও তাঁদের দেখাশোনা করতে হয়। ফলে এত চাপ নিয়ে নিজস্ব সৃজনশীলতা ও কৌশল খাটিয়ে কর আহরণ বৃদ্ধি বা করদাতাদের সচেতন করার উদ্যোগ তাঁদের মধ্যেও দেখা যায় না।

আয়কর বা প্রত্যক্ষ কর হলো রাজস্ব আহরণের ভিত্তি। অর্থনীতি শক্তিশালী হলে বেশি মানুষ আয় করবেন, বেশি মানুষ করের আওতায় আসবেন। অর্থনীতির সুফল তৃণমূল পর্যন্ত পৌঁছালে শহর-গ্রামনির্বিশেষে মানুষের আয় বাড়বে। করদাতার সংখ্যা বাড়বে। কর-জিডিপি অনুপাতও বাড়বে। গত এক দশক দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিশ্বজুড়েই স্বীকৃত। করোনার আগে পর্যন্ত মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ধারাবাহিকভাবে বেড়ে ৮ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছেছে।



আমাজন-ফিউচার সালিসি মামলা স্থগিত

ভারতের রিলায়েন্স রিটেইলের সঙ্গে ফিউচার রিটেইলের চুক্তির বিরুদ্ধে আমাজনের অভিযোগ নিয়ে মামলা চলছে সিঙ্গাপুরের আন্তর্জাতিক সালিসি আদালতে। গত বুধবার ফিউচার গোষ্ঠীর আবেদনের ভিত্তিতে সেই প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। তারপর ফিউচার জানায়, ৫-৮ জানুয়ারির সালিসি প্রক্রিয়া বাতিল করেছেন সালিসি আদালত।

এর আগে ফিউচারের সালিসি প্রক্রিয়া বাতিলের আবেদন খারিজ করেছিলেন দিল্লি হাইকোর্টের এক সদস্যের বেঞ্চ। সেদিন আদালতের প্রধান বিচারপতি ডি এন প্যাটেল ও বিচারপতি জ্যোতি সিংহের বেঞ্চে আবেদন জানায় কিশোর বিয়ানির সংস্থা। আবেদন নথিভুক্ত করে আমাজনকে

নোটিশ পাঠিয়েছে আদালত। সেই সঙ্গে জানিয়েছে, সালিসির প্রক্রিয়া স্থগিত না করে ফিউচারের আবেদনের শুনানি সম্ভব নয়। ১ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী শুনানি।

ব্যবসা বিক্রির জন্য মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স রিটেইল ভেঞ্চারসের সঙ্গে ২৪ হাজার ৭১৩ কোটি রুপির চুক্তি করেছিল ফিউচার রিটেইল। সালিসি আদালতে আমাজন অভিযোগ জানায়, ফিউচার কুপসে তাদের অংশীদারি রয়েছে। তার মাধ্যমে অংশীদারি আছে ফিউচার রিটেইলেও। কিন্তু তাদের অন্ধকারে রেখে ব্যবসা বিক্রি করতে চাইছে ফিউচার। সালিসি আদালত চুক্তিতে স্থগিতাদেশ দেন।

সম্প্রতি ফিউচারের স্বাধীন পরিচালকেরা

ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশনে অভিযোগ জানান, ফিউচার গোষ্ঠী হাতে নিতে তাদের আগ্রহ ফিউচার কুপনের অংশীদারি কেনার সময়ে গোপন করেছে আমাজন। তারপরই কমিশন ২০১৯ সালে ওই শেয়ার কিনতে দেওয়া সম্মতি প্রত্যাহার করে। এর ভিত্তিতে ফিউচার আদালতে জানায়, কমিশনের নির্দেশের ব্যাপারে সালিসি আদালতকে নির্দেশনা দেওয়া হোক। কিন্তু তখন আরজি খারিজ হয়।

বিশ্বের বৃহত্তম অনলাইন বিক্রয় কেন্দ্র আমাজনের সঙ্গে বেশ কয়েক বছর ধরে আইনি যুদ্ধ চলছে ফিউচার গ্রুপের। আদালতে ফিউচার গ্রুপ আবেদন করেছিল, ভারতের অ্যান্টি ট্রাস্ট এজেন্সি ২০১৯ সালে তাদের সঙ্গে হওয়া আমাজনের চুক্তিটি বাতিল করেছে। তাই এ নিয়ে সালিসি চালানোর কোনো আইনি যুক্তি নেই। সেই আবেদনই গত মঙ্গলবার খারিজ হয় আদালতে।

আমাজনের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নিজেদের পণ্য বিক্রি নিয়ে চুক্তি হয়েছিল দুই কোম্পানির। সেই চুক্তি ভঙ্গ নিয়েই লড়াই চলছে আমাজনের ও ফিউচারের। ফিউচারের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ নিয়ে ভারত ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আদালতে আইনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে এই দুই কোম্পানি, যদিও চুক্তিভঙ্গ হয়নি বলে দাবি করেছে ফিউচার গ্রুপ।



চালকলের মালিকেরা মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী নন, দাবি রশিদের

চালের দাম বাড়ার সঙ্গে মিলমালিকেরা আদৌ দায়ী নন বলে দাবি করেছেন বাংলাদেশ অটো মেজর অ্যান্ড হাসকিং মিলমালিক সমিতির সভাপতি আবদুর রশিদ। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে কুষ্টিয়ায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় তিনি এমন দাবি করেন। বিকেল সাড়ে চারটায় জেলার চালকলমালিকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এই সভার আয়োজন করা হয়। সভায় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম সভাপতিত্ব করেন।

সভার শুরুতে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এস এম তাহসিনুল হক জানান, গত এক মাসের ব্যবধানে কুষ্টিয়ার অন্যতম চালের

মোকাম খাজানগরের মিলগেটে সব ধরনের চালের দাম কেজিপ্রতি গড়ে দুই টাকা করে বেড়েছে। সামনে দাম আরও বাড়লে চাল সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যেতে পারে। খাজানগর এলাকার দেশ অ্যাগ্রো গ্রুপের মালিক আবদুল খালেক বলেন, ঘটনা সত্য, দাম বেড়েছে। কারা ইচ্ছে করলে বাজার বাড়াতে পারে আর কারা পারে না, সেটা খুঁজে বের করতে হবে।

চালের দাম বাড়ার কারণ হিসেবে চালকলমালিকেরা তিনটি কারণ উল্লেখ করেন এক. দেশের যেসব বড় গ্রুপ অব কোম্পানি চাল উৎপাদন করছে, তারা দ্রুত সময়ে ধান কিনে মজুত করে ফেলে। দুই. তেলের দাম বেড়েছে। তিন. ধানের দাম

বাড়তি ও ভারতে চালের দামও বেড়েছে। বাংলাদেশ অটো মেজর অ্যান্ড হাসকিং মিলমালিক সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি ও কুষ্টিয়া খাজানগর এলাকার সবচেয়ে বড় রাইচমিলের মালিক আবদুর রশিদ বলেন, ‘আমরা ধান কিনে চাল উৎপাদন করি। অতিরিক্ত মুনাফা করলে আমরা দায়ী। আমরা কখনোই অধিক হারে চালের দাম বাড়াই না। চালের দাম বাড়ানোর সঙ্গে আদৌ মিলাররা (চালকলমালিক) জড়িত নন। এমন অভিযোগের ভিত্তি নেই।



ঢাকা-চট্টগ্রাম-দুবাই গন্তব্যে বিমানের বিশেষ ফ্লাইট

যাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবে ৯ জানুয়ারি ঢাকা-চট্টগ্রাম-দুবাই আকাশপথে একটি বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনা করবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। এ ছাড়া ১১ জানুয়ারি থেকে চট্টগ্রাম-দুবাই আকাশপথে নিয়মিত ফ্লাইট পরিচালনা করা হবে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল থেকেই এ গন্তব্যের ফ্লাইটের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে।

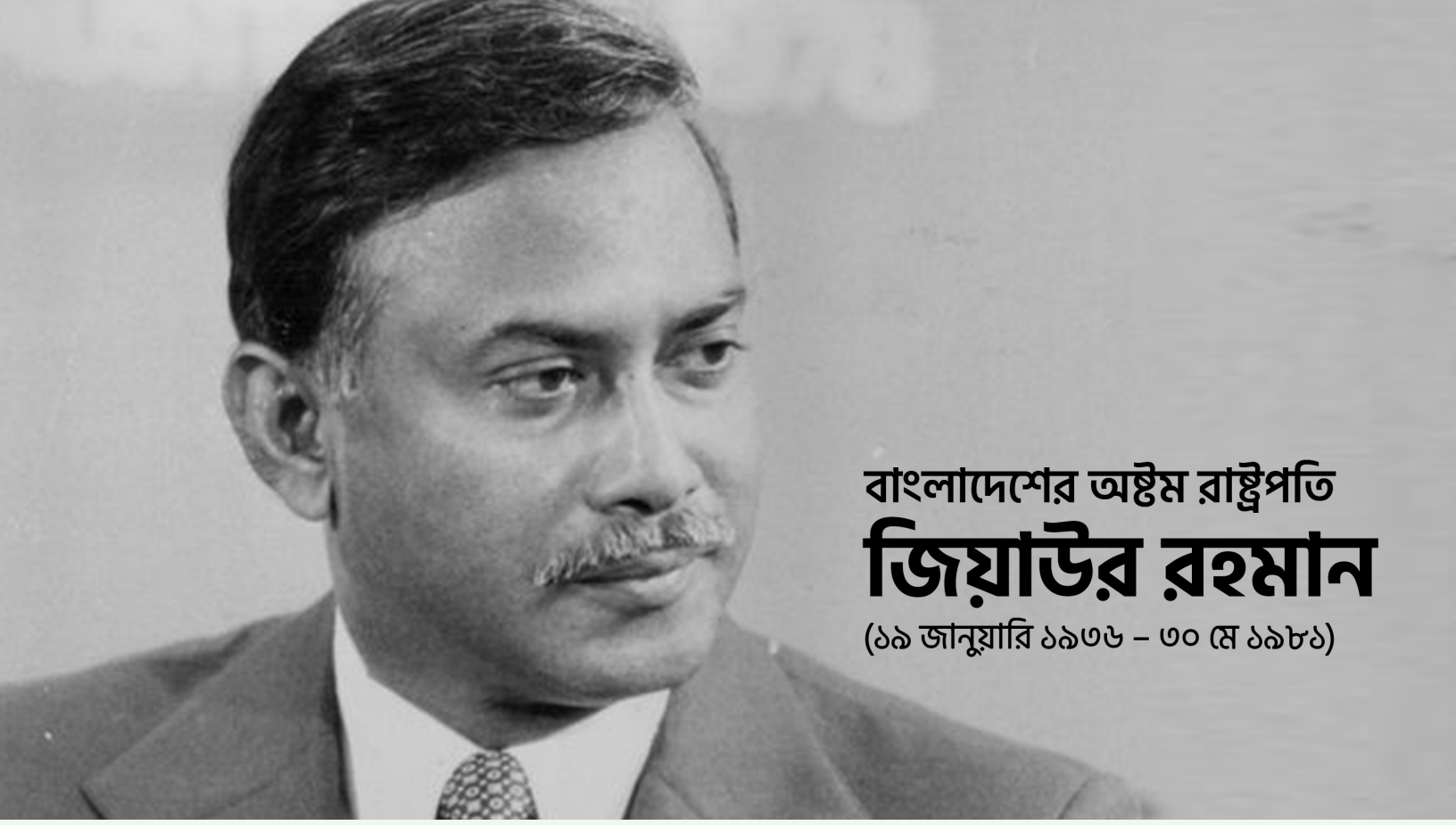
আজ বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। বিমান কর্তৃপক্ষ জানায়, ৯ জানুয়ারি ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমানের ফ্লাইট বিজি ৪১৪৭ স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে ছেড়ে চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাবে বেলা

১১টায়। এ ফ্লাইট চট্টগ্রাম থেকে দুপুর ১২টায় ছেড়ে দুবাইয়ে পৌঁছাবে স্থানীয় সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের উপমহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) তাহেরা খন্দকারের স্বাক্ষর করা ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই বিশেষ ফ্লাইটে ইকোনমি ক্লাসের একমুখী প্রতিটি টিকিটের সর্বোচ্চ মূল্য করসহ ৬৫ হাজার ৩২৯ টাকা এবং বিজনেস ক্লাসের একমুখী প্রতিটি টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্য করসহ ৮৬ হাজার ৫৩৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। যাত্রীদের ফ্লাইট ছাড়ার অন্তত ৮ ঘণ্টা আগে বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে বিমান।

তাহেরা খন্দকার প্রথম আলোকে বলেন, ১১ জানুয়ারি থেকে চট্টগ্রাম-দুবাই আকাশপথে নিয়মিত ফ্লাইটের সূচি শিগগির ঘোষণা করা হবে।

বিমান জানিয়েছে, আজ বিকেল সাড়ে চারটায় ফ্লাইটটির টিকিট বিক্রির জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। যাত্রীরা বিমানের যেকোনো সেলস অফিস, বলাকার প্রধান কার্যালয়ের সেলস সেন্টার (২৪/৭): মোবাইল নম্বর: ০১৭৭৭৭১৫৬৩০-৩১, ফোন: +৮৮-০২-৮৯০১৬০০, এক্সটেনশন ২১৩৫/২১৩৬, বিমান কল সেন্টার: ০১৯৯০৯৯৭৯৯৭ এবং বিমান অনুমোদিত ড্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে টিকিট কিনতে পারবেন।



বাংলাদেশের অষ্টম রাষ্ট্রপতি
জিয়াউর রহমান
(১৯ জানুয়ারি ১৯৩৬ – ৩০ মে ১৯৮১)

জিয়াউর রহমান ১৯৩৬ সালের ১৯ জানুয়ারি বাংলাদেশের বগুড়া জেলার বাগবাড়ী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্ম ও শৈশবে তার ডাক নাম ছিলো কমল। তার পিতার নাম ছিল মনসুর রহমান এবং মাতার নাম ছিল জাহানারা খাতুন ওরফে রানী। পাঁচ ভাইদের মধ্যে জিয়াউর রহমান ছিলেন দ্বিতীয়। তার পিতা কলকাতা শহরে এক সরকারি দপ্তরে রসায়নবিদ রূপে কর্মরত ছিলেন। তার শৈশবের কিছুকাল বগুড়ার গ্রামে ও কিছুকাল কলকাতা নগরীতে অতিবাহিত হয়। ভারতবর্ষ বিভাগের পর তার পিতা পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি নগরীতে চলে যান। তখন জিয়া কলকাতার হেয়ার স্কুল ত্যাগ করেন এবং করাচি একাডেমি স্কুলে ভর্তি হন। ঐ বিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৫২ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং তারপর ১৯৫৩ সালে করাচিতে ডি.জে. কলেজে ভর্তি হন। একই বছর তিনি কাকুল মিলিটারি একাডেমিতে অফিসার ক্যাডেট রূপে যোগদান করেন।

১৯৫৩ সালে তিনি কাকুল পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে অফিসার ক্যাডেট রূপে যোগদান করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট রূপে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। সামরিক বাহিনীতে তিনি একজন সুদক্ষ ছত্রসেনা ও কমান্ডো হিসেবে সুপরিচিতি লাভ করেন এবং স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স কোর্সে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। করাচিতে দুই বছর কর্মরত থাকার পর ১৯৫৭ সালে তিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে স্থানান্তরিত হয়ে

আসেন। তিনি ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করেন। ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর শহরের বালিকা, খালেদা খানমের সঙ্গে জিয়াউর রহমান বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে একটি কোম্পানির কমান্ডার হিসেবে খেমকারান সেক্টরে তিনি অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন। এই যুদ্ধে বীরত্বের জন্য পাকিস্তান সরকার জিয়াউর রহমানকে হিলাল-ই-জুরাত খেতাবে ভূষিত করে। ১৯৬৬ সালে তিনি পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে পেশাদার ইনস্ট্রাক্টর পদে নিয়োগ লাভ করেন। সে বছরই তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটার স্টাফ কলেজে কমান্ড কোর্সে যোগ দেন। ১৯৬৯ সালে তিনি মেজর পদে উন্নীত হয়ে জয়দেবপুরে সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড পদের দায়িত্ব লাভ করেন। এডভান্সড মিলিটারি এন্ড কমান্ড ট্রেনিং কোর্সে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য তিনি পশ্চিম জার্মানিতে যান এবং কয়েক মাস ব্রিটিশ আর্মির সাথেও কাজ করেন। ১৯৭০ সালে একজন মেজর হিসেবে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং চট্টগ্রামে নবগঠিত অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড পদের দায়িত্ব লাভ করেন।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনীর বর্বর আক্রমণের পর জিয়াউর রহমান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে বিদ্রোহ করেন এবং ২৬শে মার্চ পরে ২৭শে মার্চ চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে প্রথমে তিনি ১ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার নিযুক্ত হন এবং চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, মিরসরাই, রামগড়, ফেনী প্রভৃতি স্থানে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করেন। তিনি সেনা-ছাত্র-যুব সদস্যদের সংগঠিত করে পরবর্তীতে ১ম, ৩য় ও ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এই তিনটি ব্যাটালিয়নের সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনীর প্রথম নিয়মিত সশস্ত্র ব্রিগেড জেড ফোর্সের অধিনায়ক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। ১৯৭১ সালের এপ্রিল হতে জুন পর্যন্ত ১ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার এবং তারপর জুন হতে অক্টোবর পর্যন্ত যুগপৎ ১১ নম্বর সেক্টরের ও জেড-ফোর্সের কমান্ডার হিসেবে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বের জন্য তাকে বীর উত্তম উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

বাংলাদেশে সামরিক পেশাজীবন : স্বাধীনতার পর জিয়াউর রহমানকে কুমিল্লায় সেনাবাহিনীর ৪৪তম ব্রিগেডের কমান্ডার নিয়োগ করা হয় যে ব্রিগেডের সদস্যরা তারই অধীনে ১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো। ‘৭২ এর জুন মাসে তিনি কর্নেল পদে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ (উপ সেনাপ্রধান) নিযুক্ত হন। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি তিনি ব্রিগেডিয়ার পদে, ঐ বছরের অক্টোবরে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৭৮ সালে জিয়া রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল করেন এবং নিজেও লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদবি গ্রহণ করেন। ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হতে অবসর গ্রহণ করেন।

শেখ মুজিব হত্যা ও পরবর্তী সময়

১৯৭৫ সালের ২৪ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিহত হবার ১০ দিন পর জিয়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর, খন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারপরে ঐ বছরের ২৫শে আগস্ট জিয়াউর রহমান চিফ অফ আর্মি স্টাফ নিযুক্ত হন। ঐ বছরের ৩রা নভেম্বর বীর বিক্রম কর্নেল শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বাধীন ঢাকা ৪৬ পদাতিক ব্রিগেডের সহায়তায় বীর উত্তম মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান। এর ফলে ৬ই নভেম্বর খন্দকার মোশতাক আহমেদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রপতি হন। এর পর জিয়াউর রহমানকে চিফ-অফ-আর্মি স্টাফ হিসেবে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় এবং তার ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বাসভবনে গৃহবন্দী করে রাখা হয়, যা সেনাবাহিনীর মধ্যে তার জনপ্রিয়তার কারণে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড ভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় এবং জিয়ার প্রতি অবিচার করায় ক্ষুব্ধ সেনাসদস্যরা ৭ই নভেম্বর সিপাহী জনতা আরেক পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটায় এবং জিয়াউর রহমানকে তার ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্ত করে ২য় ফিল্ড আর্টিলারির

সদরদপ্তরে নিয়ে আসে । ঐ দিন সকালেই পাল্টা অভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়ায় শেরে বাংলা নগরে নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত ১০ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদরদপ্তরে ক্ষুর জোয়ানদের হাতে মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম, কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা বীর বিক্রম এবং লেঃ কর্নেল এ টি এম হায়দার বীর উত্তম নিহত হয় ।

রাষ্ট্রপতি জিয়া

১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর সিপাহি জনতা বিপ্লবের পর তিনি রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন । ১৯শে নভেম্বর ১৯৭৬ সালে তাকে পুনরায় সেনাবাহিনীর চিফ অফ আর্মি স্টাফ পদে নিযুক্ত করা হয় এবং উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব দেয়া হয় । জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালের ৮ই মার্চ মহিলা পুলিশ গঠন করেন, ১৯৭৬ সালের ২৯শে নভেম্বর তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন । তিনি ১৯৭৬ সালে গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করেন । ১৯৭৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি একুশে পদক প্রবর্তন করেন এবং রাষ্ট্রপতি আবু সাদাত সায়েমের উত্তরসূরি হিসেবে ২১শে এপ্রিল বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন । ১৯৭৮ সালের ৩রা জুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিয়াউর রহমান জয়লাভ করেন । এই নির্বাচনে মোট ১০ জন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল । উল্লেখ্য যে, এ নির্বাচনে ১১ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেন । ২ জনের মনোনয়নপত্র বাছাই এ বাদ পড়ায় বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা ৯ জন । ১ জন আপিল দাখিল করায় ও তার আপিল গৃহীত হওয়ায় এবং কোন প্রার্থী প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করায় সর্বশেষ প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা ১০ জন ছিল ।

এরপর জিয়াউর রহমান মে মাসে ১৯ দফা কর্মসূচি ঘোষণা এবং আস্থা যাচাইয়ের জন্য ৩০শে মে গণভোট অনুষ্ঠান ও হ্যাঁ-সূচক ভোটে বিপুল জনসমর্থন লাভ করেন । ১৯৭৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জেনারেল জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রতিষ্ঠা করেন । রাষ্ট্রপতি জিয়া এই দলের সমন্বয়ক ছিলেন এবং এই দলের প্রথম চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন । অধ্যাপক এ. কিউ. এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী এর প্রথম মহাসচিব ছিলেন । ১৯৭৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টায় রমনা রেস্টোরাঁয় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এক সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র পাঠের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের যাত্রা শুরু করেন । সংবাদ সম্মেলনে নতুন দলের আহ্বায়ক কমিটির

চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি প্রথমে ১৮ জন সদস্যদের নাম এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর ওই ১৮ জনসহ ৭৬ সদস্য বিশিষ্ট আত্মায়ক কমিটি ঘোষণা করেন।

বিএনপি গঠন করার আগে ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) নামে আরেকটি দল উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে সভাপতি করে গঠিত হয়েছিল। ২৮শে আগস্ট ১৯৭৮ সালে নতুন দল গঠন করার লক্ষ্যে জাগদলের বর্ধিত সভায় ওই দলটি বিলুপ্ত ঘোষণার মাধ্যমে দলের এবং এর অঙ্গ সংগঠনের সকল সদস্য জিয়াউর রহমান ঘোষিত নতুন দলে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তিনি রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২৯৮টি আসনের মধ্যে ২০৭টিতে জয়লাভ করে। নির্বাচনে অংশ নিয়ে আব্দুল মালেক উকিল এর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ৩৯টি ও মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ২টি আসনে জয়লাভ করে। এছাড়া জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ৮টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ১টি ও মুসলিম ডেমোক্রেটিক লীগ ২০টি আসনে জয়লাভ করে। ১৯৮১ সালের ২৯শে মে চট্টগ্রামে আসেন এবং সার্কিট হাউসে থাকেন। তারপর ৩০শে মে গভীর রাতে সার্কিট হাউসে সামরিক অভ্যুত্থানে জিয়া নিহত হন।



রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ

মোঃ আবদুল হামিদ ১৯৪৪ সালের পয়লা জানুয়ারি কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার কামালপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম হাজী মোঃ তায়েব উদ্দিন এবং মাতার নাম মরহুমা তমিজা খাতুন।

মোঃ আবদুল হামিদ কিশোরগঞ্জ নিকলী জিসি হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল কলেজ থেকে আইএ ও বিএ ডিগ্রি এবং ঢাকার সেন্ট্রাল ল' কলেজ থেকে এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর তিনি আইন পেশায় নিয়োজিত হন।

মোঃ আবদুল হামিদ-এর রাজনৈতিক জীবনের শুরু হয় ১৯৫৯ সালে তৎকালীন ছাত্রলীগে যোগদানের মাধ্যমে। ১৯৬১ সালে কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেয়ার কারণে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, ১৯৬৪ সালে কিশোরগঞ্জ মহকুমা ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ১৯৬৫ সালে কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সহসভাপতি এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি নির্বাচিত

হন। ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানের কারণে ১৯৬৮ সালে তিনি কারাবরণ করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন।

মোঃ আবদুল হামিদ ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ৭১-এর মার্চের উত্তাল দিনগুলোতে তিনি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে কিশোরগঞ্জে স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠনের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭ মার্চ কিশোরগঞ্জ শহরের রথখোলা মাঠে ছাত্র জনসভায় হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করেন।

২৬ মার্চের প্রথমপ্রহরে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ঐদিন সকালেই স্বাধীনতার ঘোষণা টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়ে সর্বাত্মক মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি বাঙালি সামরিক কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় এপ্রিলের প্রথম দিকে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর কিশোরগঞ্জ, ভৈরব ও বাজিতপুর শাখা থেকে আনুমানিক ১১ কোটি ৭৮ লাখ টাকা সংগ্রহ করে ঐ সময় নিরাপদ স্থান হিসেবে বিবেচিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া ন্যাশনাল ব্যাংক শাখায় জমা রাখেন।

এরপর তিনি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের আগরতলায় চলে যান। তখন বৃহত্তর চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা-এর অধিকাংশ সংসদ সদস্য সেখানে অবস্থান করছিলেন। জনাব হামিদ মুক্তিযুদ্ধের কৌশলগত বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁদের সাথে আলোচনা ও শলা-পরামর্শ করেন। একই সাথে তিনি আগরতলায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথেও মতবিনিময় করেন। পরে তিনি এপ্রিলের শেষ দিকে বাংলাদেশে এসে আরো কিছু সহযোগীসহ আবার মেঘালয়ের টেকেরহাট, গুমাঘাট, পানছড়া, মৈইলাম হয়ে বালাট মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ থেকে আগতদের জন্য তিনি ইয়ুথ রিসিপশন ক্যাম্প চালু করেন এবং এর চেয়ারম্যান ছিলেন। মূলত কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আগতদের প্রাথমিক বাছাই কাজ এখানে করা হতো। এছাড়া মেঘালয়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও শরণার্থীদের ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে গঠিত জোনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল-এর তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি ভারতের মেঘালয়ে রিক্রুটিং ক্যাম্পের চেয়ারম্যান হিসেবে তৎকালীন সুনামগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ জেলার বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (মুজিব বাহিনী) সাবসেক্টর কমান্ডার পদসহ বিভিন্ন

গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় তিনি এ দায়িত্বে ছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলে তিনি মেঘালয়ে অবস্থানকারী শরণার্থীদের দেশে প্রত্যাবর্তনে উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন ক্যাম্পে সভা করেন। শরণার্থীদের দেশে ফেরা নিশ্চিত করার পর তিনি ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সনে দেশে ফিরে আসেন।

স্বাধীনতার পর তিনি কিশোরগঞ্জ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বপালন করেন। এরপর ১৯৭৪ সালে তিনি কিশোরগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকা-রে পর ১৯৭৬-৭৮ সালে তৎকালীন সরকারের সময় তিনি কারারুদ্ধ হন। তিনি ১৯৭৮ সাল থেকে ২০০৯ সালের ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত পাঁচবার কিশোরগঞ্জ বার এসোসিয়েশনের সভাপতির দায়িত্বপালন করেন।

একজন সমাজসেবক ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক মোঃ আবদুল হামিদ মিঠামইন তমিজা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মিঠামইন বালক উচ্চ বিদ্যালয়, মিঠামইন কলেজসহ এলাকায় প্রায় ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৪টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ৩টি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি অষ্টগ্রাম কলেজ, মিঠামইন ডিগ্রি কলেজ, ইটনা ডিগ্রি কলেজ, মিঠামইন হাইস্কুল, তমিজা খাতুন গার্লস হাইস্কুল, এলংজুড়ি হাইস্কুল, ইটনা গার্লস হাইস্কুল, বারিবাড়ি হাইস্কুল, আবদুল্লাহপুর হাইস্কুল, আবদুল ওয়াদুদ হাইস্কুল, কিশোরগঞ্জ গার্লস হাইস্কুল, ধনপুর হাইস্কুল, শহীদ স্মৃতি হাইস্কুল, মোহনতলা হাইস্কুল এবং ঘাগড়া আঃ গণি উচ্চ বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকসহ তাঁর নির্বাচনী এলাকার আরও অনেক জুনিয়র হাইস্কুল ও মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষক।

মোঃ আবদুল হামিদ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট কমিটি, ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ), কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশন (সিপিএ)-এর একরিকিউটিভ কমিটি এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি, কিশোরগঞ্জ জেলা পাবলিক লাইব্রেরির আজীবন সদস্য ও নির্বাহী সদস্য। কিশোরগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমী, কিশোরগঞ্জ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং কিশোরগঞ্জ রাইফেলস্ ক্লাবের আজীবন সদস্য। তিনি কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সম্মানসূচক সদস্যসহ বহু সংগঠনের সাথে জড়িত।

তিনি ১৯৭০ সালে ময়মনসিংহ-১৮ সংসদ নির্বাচনী এলাকা থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য, ১৯৭২ সালে গণপরিষদ সদস্য, ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ-৫ আসন থেকে, ১৯৮৬ সালের ৭ মে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ২০০১ সালের পয়লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন।

মোঃ আবদুল হামিদ সপ্তম জাতীয় সংসদে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন এবং ১৩ জুলাই ১৯৯৬ থেকে ১০ জুলাই ২০০১ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্বপালন করেন। পরবর্তীতে তিনি স্পিকার নির্বাচিত হন এবং ১২ জুলাই ২০০১ থেকে ২৮ অক্টোবর ২০০১ পর্যন্ত দায়িত্বপালন করেন। অষ্টম জাতীয় সংসদে তিনি ২০০১ সালের পয়লা নভেম্বর থেকে বিরোধীদলীয় উপনেতা হিসেবে দায়িত্বপালন করেন।

তিনি ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। নবম জাতীয় সংসদে তিনি স্পিকার নির্বাচিত হন এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সফলভাবে এ দায়িত্বপালন করেন। নবম জাতীয় সংসদে তিনি কার্য উপদেষ্টা কমিটি, কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং পিটিশন কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্বপালন করেন।

সরকারি সফর, সেমিনার, সভা ও ব্যক্তিগত কাজে তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, কানাডা, ভারত, জিব্রালটার, বার্বাডোস, মিশর, সিঙ্গাপুর, দুবাই, আবুধাবী, থাইল্যান্ড, মরক্কো, সৌদি আরব, সাউথ আফ্রিকা, নামিবিয়া, সুইজারল্যান্ড, হংকং, কুয়েত, ইরান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, চায়না, সুইডেন, ফিজি, অস্ট্রেলিয়া, কিরিবাতি, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, জাপান, নাউরো প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মোঃ আবদুল

হামিদকে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৩ প্রদান করা হয় ।

সদ্যপ্রয়াত রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন থাকাকালে ১৪ মার্চ ২০১৩ থেকে তিনি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্বপালন করেন । ২০ মার্চ ২০১৩ তারিখে মোঃ জিল্লুর রহমান মৃত্যুবরণ করলে সেদিন থেকে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বপালন করেন । ২২ এপ্রিল ২০১৩ তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং ২৪ এপ্রিল ২০১৩ বাংলাদেশের ২০তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন ।

মোঃ আবদুল হামিদ বিবাহিত এবং তিন পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক । জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং বিভিন্ন দেশের সংবিধান ও ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করা তাঁর প্রিয় শখ ।

ডাকসুর নতুন ভিপি নুরুল হক

কোটা আন্দোলন থেকে
ছাত্র সংসদের শীর্ষ নেতা



বাংলাদেশে দীর্ঘ ২৮ বছর পর অনুষ্ঠিত হওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভিপি হিসেবে বিজয়ী হওয়ার পর নুরুল হক নূর এখন রাজনৈতিক অঙ্গন এবং শিক্ষাঙ্গনে আলোচনার শিরোনাম। সাধারণ একজন শিক্ষার্থী থেকে ডাকসুর ভিপি হওয়ার -এই ঘটনাকে 'চমক' হিসেবে দেখছেন অনেকেই। সোমবার মধ্যরাতে ভোটের ফলাফল ঘোষণার সময় ভিপি পদে কোটা সংস্কার আন্দোলনের নেতা নুরুল হককে সহ-সভাপতি পদে বিজয়ী ঘোষণা করা হলে, ছাত্রলীগের কর্মীরা প্রথমে মেনে নিতে অস্বীকার এবং বিক্ষোভ করে। পরে অবশ্য ভিপি হিসেবে নুরুল হককে স্বাগত জানায় তারা। কিন্তু অনেকের কাছেই এখনো অজানা- কে এই নুরুল হক?

কোটা আন্দোলন থেকে ডাকসু - পথ কতটা মসৃণ ছিল?

ছাত্রলীগ, বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মাঝে সাধারণ ছাত্রের ব্যানারে কতটা সাফল্য পাবেন সে নিয়ে অনেকের শঙ্কার মাঝেই নির্বাচনে প্রার্থী হন কোটা আন্দোলনের এই নেতা। পরে তিনিই প্রায় দুই হাজার ভোটের ব্যবধানে ছাত্রলীগ সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভনকে পরাজিত করেন। তার মোট প্রাপ্ত ভোট ১১ হাজার ৬২টি। নুরুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। বর্তমানে

স্নাতকোত্তর পর্বে অধ্যয়নরত। কোটা সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া সংগঠন বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক তিনি। বিতর্ক, অভিনয়সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় বেশ কয়েকবার হামলার মুখে পড়েন তিনি।

‘মাতৃহারা নুরুল হতে চেয়েছিল চিকিৎসক’

নুরুল হকের জন্ম পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার চর বিশ্বাস ইউনিয়নে। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে পরিবারের তৃতীয় সন্তান নূর। তিনি তার মাকে হারান ১৯৯৩ সালে। সাধারণ একটি পরিবারে জন্ম নেয়া নূরের বাবা সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মোঃ ইদ্রিস হাওলাদার। তিনি জানান, “নূর মাতৃহারা হয়েছেন ১৯৯৩ সালে যখন তার বয়স আনুমানিক পাঁচ থেকে ছয়বছর।” “আমাদের যোগাযোগ সমস্যার কারণে তার মায়ের চিকিৎসা করাতে না পারার কারণে হয়তো সে ডাক্তার হতে চেয়েছিল।” চর এলাকাতেই সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তিনি। এরপর গাজীপুরের কালিয়াকৈরে চাচাতো বোনের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেন এবং কালিয়াকৈর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করেন। এইচএসসি পাশ করেন উত্তরা হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে। মেডিকেল কলেজে সুযোগ না পেয়ে প্রথমে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তির সুযোগ পান।

নুরুল হক কোটা সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্বের কারণে গণমাধ্যমে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠার পর থেকেই একদিকে শারীরিক নানারকম হামলার শিকার যেমন হয়েছেন, তেমনি সাইবার জগতেও শিকার হয়েছেন আক্রমণের। তিনি ‘শিবির-কর্মী’ বলে অনলাইনে প্রোপাগান্ডা চালানো হয়। এমনকি নির্বাচনের ফল ঘোষণার রাতে নূর-এর বিজয়ের খবরে ‘শিবিরের ভিপি মানি না’ এমন স্লোগানও দিয়েছিল ছাত্রলীগ। তবে নুরুল হক কখনো শিবিরের রাজনীতিতে যুক্ত ছিল কি-না জানতে চাইলে তার পরিবার তা নাকচ করে দিয়েছেন। তবে নুরুল হক এর আগে ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় হল কমিটিতে সক্রিয় ছিলেন। হাজী মুহম্মদ মহসিন হল ইউনিটের মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক উপ-সম্পাদক ছিলেন বলে জানা গেছে।

হঠাৎ করে এ জায়গায় আসেনি - নূরের বাবা

নূর যেভাবে আজ পুরো দেশের পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন সে প্রসঙ্গে তার বাবা মিস্টার হাওলাদার বলেন, “রাজনীতি দূষিততার বিষয়। নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকে, নানা ধরনের ঝামেলা থাকে, জেল জুলুম হয়, অন্যায় নির্যাতনের শিকার হতে হয়, এগুলো যন্ত্রণার ব্যাপার আছে।” “কিন্তু আমার ছেলে সব সাধারণ ছাত্রছাত্রীর জন্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে এর শিকারও হয়েছে তবু আমি চাই সে এটা চালিয়ে যাক।” নূর-এর বাবা চান তার ছেলে যে ধারায় রাজনীতির মধ্যে এস পড়েছে সে ধারা ধরে রাখুক সততার সাথে। “আমার ছেলে নষ্ট হয়ে যাক এটা আমি কখনোই চাইনা। আমি চাই আমার ছেলের দ্বারা দেশের মঙ্গল হোক।” সাধারণ পরিবার থেকে ডাকসুর ভিপি নির্বাচিত হলেও একেকটি আন্দোলন তাকে গড়ে তুলেছে বলে তার বাবা মনে করছেন। মি: হাওলাদার বলছেন, “অনেকেই বলছে সে সাধারণ পরিবারের-এটা ঠিক, তবে সে যে আন্দোলন করেছে সেটা সকল মানুষের আন্দোলন ছিল, সারা বাংলার মানুষের সমর্থন পেয়েছে সে।” “সড়ক দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে জনজীবনের নিরাপত্তার জন্য তারা আন্দোলন করেছে। সে প্রশ্নফাঁসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে, এইভাবে সে নিজেকে তৈরি করেছে।”

“সুতরাং সে হঠাৎ করে এ জায়গায় আসেনি,” বলছেন নূরুল হকের বাবা। তিনি জানান, “একবার ডিবি পুলিশ তাকে ধরেছিল এবং পরে ছেড়ে দিয়েছিল। তবে আমাদের কোন ভয়ভীতি নেই।” “আমার ছেলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সেভাবে জড়িত না। কোনও রাজনীতির ব্যানারে নির্বাচন করেনি।” তিনি বলেন, “সে [নূরুল] এখন মাস্টার্সের শিক্ষার্থী, তাকে জ্ঞান দেয়ার কিছু নাই, সে যা ভালো মনে করবে তাই করবে।” একই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তোফাজ্জল হোসেন বাবুল মুন্সী বিবিসি বাংলাকে জানান, “নূরকে এখানকার মানুষ খুব একটা চিনতো না। তবে কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় এলাকার মানুষ তার কথা জানতে পারে।” “এখন তার এই অর্জনে চরাঞ্চলের মানুষকে আনন্দিত করেছে,” -এমনটাই জানালেন তিনি।

সত্যাবেশী



অতুল মিত্র আমার ঘরে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। অনুকূলবাবুর কাছেও একটা বাড়তি তক্তাপোষ ছিল, তিনি সেখানা অতুলের ব্যবহারের জন্য উপরে পাঠাইয়া দিলেন।

অতুল দিনের বেলায় বড় একটা বাসায় থাকিত না। সকালে উঠিয়া চাকরির সন্ধানে বাহির হইয়া যাইত, বেলা দশটা এগারোটার সময় ফিরিত; আবার স্নানাহারের পর বাহির হইত। কিন্তু যতটুকু সময় সে বাসায় থাকিত, তাহারই মধ্যে বাসার সকলের সঙ্গে বেশ সম্প্রীতি জমাইয়া তুলিয়াছিল। সন্ধ্যার পর খেলার মজলিসে তাহার ডাক পড়িত। কিন্তু সে তাস-পাশা খেলিতে জানিত না,

তাই কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া গিয়া ডাক্তারের সহিত গল্প-গুজব করিত। আমার সঙ্গেও তাহার বেশ ভাব হইয়া গিয়াছিল। দু'জনের একই বয়স, তার উপর একই ঘরে ওঠা-বসা; সুতরাং আমাদের সম্বোধন 'আপনি' হইতে 'তুমি'তে নামিতে বেশি বিলম্ব হয় নাই।

অতুল আসিবার পর হুগুতাকানেক বেশ নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল। তারপর মেসে নানা রকম বিচিত্র ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিল।

সন্ধ্যার পর অতুল ও আমি অনুকূলবাবুর ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। রোগীর

ভিড় কমিয়া গিয়াছিল; দু’একজন মাঝে মাঝে আসিয়া রোগের বিবরণ বলিয়া ঔষধ লইয়া যাইতেছিল, অনুকূলবাবু আমাদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ঔষধ দিতেছিলেন ও হাত-বাক্সে পয়সা তুলিয়া রাখিতেছিলেন। গতরাত্রিতে প্রায় আমাদের বাসার সম্মুখে একটা খুন হইয়া গিয়াছিল, আজ সকালে রাস্তার উপর লাস আবিষ্কৃত হইয়া একটু উত্তেজনার কারণ এই যে, লাস দেখিয়া লোকটাকে দরিদ্র শ্রেণীর ভাটিয়া বলিয়া মনে হইলেও তাহার কোমরের গাঁজের ভিতর হইতে একশ’ টাকার দশকেতা নোট পাওয়া গিয়াছিল। ডাক্তার বলিতেছিলেন “এ কোকেন ছাড়া আর কিছু নয়। ভেবে দেখুন, টাকার লোভে যদি খুন করত, তাহলে ওর কোমলে হাজার টাকার নোট পাওয়া যেতো না আমার মনে হয়, লোকটা কোকেনের খরিদার ছিল; কোকেন কিনতে এসে কোকেন-ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে কোনও মারাত্মক গুপ্তকথা জানতে পারে। হয়তো তাদের পুলিশের ভয় দেখায়ম blackmail করবার চেষ্টা করে। তার পরেই ব্যস, খতম।”

অতুল হাসিয়া বলিল “কে জানে মশায়, আমার তো ভারি ভয় করছে। আপনার এ পাড়ায় আছে কি করে? আমি যদি আগে জানতুম, তাহলে”

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন “তাহলে ওড়িয়াদের আড্ডাতেই যেতেন? আমাদের কিন্তু ভয় করে না। আমি তো দশ-বারো বছর এ পাড়ায় আছি, কিন্তু কারুর কথায় থাকি না বলে কখনও হাঙ্গামায় পড়তে হয়নি।”

অতুল ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিল “ডাক্তারবাবু, আপনি নিশ্চয় কিছু জানেননা?”

হঠাৎ পিছনে খুট করিয়া একটা শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি, আমাদের মেসের অশ্বিনীবাবু দরজার ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া আমাদের কথা শুনিতেছেন। তাঁহার মুখের অস্বাভাবিক পাণ্ডুরতা দেখিয়া আমি সবিস্ময়ে বলিলাম “কি হয়েছে অশ্বিনীবাবু? আপনি এ সময় নীচে যে?”

অশ্বিনীবাবু খতমত খাইয়া বলিলেন “না, কিছু নাঅমনি। এক পয়সার বিড়ি কিনতে” বলিতে বলিতে তিনি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠিয়া গেলেন।

আমরা পরস্পর মুখ-তাকাতাকি করিলাম। পৌঢ় গম্ভীর-প্রকৃতি অশ্বিনীবাবুকে আমরা

সকলেই শ্রদ্ধা করিতামতিনি হঠাৎ নিঃশব্দে নীচে নামিয়া আসিয়া আড়ি পাতিয়া আমাদের কথা শুনিতেন কেন?

রাত্রিতে আহারে বসিয়া জানিতে পারিলাম অশ্বিনীবাবু পূর্বেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়াছেন। আহারান্তে অভ্যাসমত একটু চুরুট শেষ করিয়া শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, অতুল মেঝের উপর একটা বালিশ ফেলিয়া শুইয়া আছে। একটু বিস্মিত হইলাম, কারণ, এমন কিছু গরম পড়ে নাই যে মেঝেয় শোয়া প্রয়োজন হইতে পারে। ঘর অন্ধকার ছিল, অতুলও কোনও সাড়া দিল না তাই ভাবিলাম, সে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আমার তখনও ঘুমের কোনও আগিদ ছিল না, কিন্তু আলো জ্বালিয়া পড়িতে বা লিখিতে বসিলে হয়তো অতুলের ঘুম ভাঙিয়া যাইবে, তাই খালি পায়ে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ এইভাবে বেড়াইবার পর হঠাৎ মনে হইল, যাই অশ্বিনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, তাঁহার কোন অসুখ-বিসুখ করিয়াছে কি না। আমার দু'খানা ঘর পরেই অশ্বিনীবাবুর ঘর; গিয়া দেখিলাম, তাঁহার দরজা খোলা, বাহির হইতে ডাক দিয়া সাড়া পাওয়া গেল না। তখন কৌতুহলী হইয়া ঘরে ঢুকিলাম; দ্বারের পাশেই সুইচ ছিল, আলো জ্বালিয়া দেখিলাম ঘরে কেহ নাই। রাস্তার ধারের জানালাটা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, কিন্তু রাস্তাতেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তাই তো! এত রাতে ভদ্রলোক কোথায় গেলেন? অকস্মাৎ মনে হইলহয়তো ডাক্তারের নিকট ঔষধ লইতে গিয়াছেন। তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলাম। ডাক্তারের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। এত রাতে নিশ্চয় তিনি শুইয়া পড়িয়াছেন। বন্ধ দরজার সম্মুখে অনিশ্চিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়ে ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় ঘরের ভিতর গলার শব্দ শুনিতো পাইলাম। অত্যন্ত উত্তেজিত চাপা কণ্ঠে অশ্বিনীবাবু কথা কহিতেছেন।

একবার লোভ হইল, কান পাতিয়া শুনি কি কথা। কিন্তু পরক্ষণেই সে ইচ্ছা দমন করিলামহয়তো অশ্বিনীবাবু কোনও রোগের কথা বলিতেছেন, আমার শোনা উচিত নয়। পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে ফিরিয়া আসিলাম।

ঘরে আসিয়া দেখিলাম, অতুল পূর্ববৎ মেঝের উপর শুইয়া আছে, আমাকে দেখিয়া ঘাড় তুলিয়া বলিল“কি অশ্বিনীবাবু ঘরে নেই?”

বিস্মিত হইয়া বলিলাম“না । তুমি জেগে ছিলে?”

“হ্যাঁ । অশ্বিনীবাবু নীচে ডাক্তারের ঘরে আছেন ।”

“তুমি জানলে কি করে?”

“কি করে জানলুম, যদি দেখতে চাও, এই বালিশে কান পেতে মাটিতে শোও ।”

“কি হে, মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?”

“মাথা ঠিক আছে । শুয়েই দেখ না ।”

কৌতুহলের বশবর্তী হইয়া অতুলের মাথার পাশে মাথা রাখিয়া শুইলাম । কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিবার পর অস্পষ্ট কথাবার্তার শব্দ কানে আসিতে লাগিল । তারপর পরিস্কার শুনিতে পাইলাম, অনুকূলবাবু বলিতেছেন“আপনি বড় উত্তেজিত হয়েছেন । ওটা আপনার দৃষ্টি-বিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয় । ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে অমন হয় । আমি ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে শুয়ে পড়ুন গিয়ে । কাল সকালে উঠে যদি আপনার ঐ বিশ্বাস থাকে, তখন যা হয় করবেন ।”

উত্তরে অশ্বিনীবাবু কি বলিলেন, ধরা গেল না । চেয়ার টানার শব্দে বুঝিলাম, দু’জনে উঠিয়া পড়িলেন ।

আমি ভূ-শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলাম, বলিলাম“ডাক্তারের ঘরটা যে আমাদের ঘরের নীচেই, তা মনে ছিল না । কিন্তু কি ব্যাপার বল তো? অশ্বিনীবাবুর হয়েছে কি?”

অতুল হাই তুলিয়া বলিল,“ভগবান জানেন । রাত হল, এবার বিছানায় উঠে শুয়ে পড়া যাক ।”

আমি সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম“তুমি মাটিতে শুয়েছিলে কেন?”

অতুল বলল “সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, মেঝেটা বেশ ঠাণ্ডা বোধ হল, তাই শুয়ে পড়লুম। ঘুমও একটু এসেছিল, এমন সময় ওঁদের কথাবার্তায় চটকা ভেঙে গেল।”

সিঁড়িতে অশ্বিনীবাবুর পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। তিনি নিজের ঘরে ঢুকিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

ঘড়িতে দেখিলাম, রাত্রি প্রায় এগারোটা বাজে। অতুল শুইয়া পড়িয়াছিল, মেসও একেবারে নিশুতি হইয়া গিয়াছি। আমি বিছানায় শুইয়া অশ্বিনীবাবুর কথাই ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সকালে অতুলের ঠেলা খাইয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। বেলা সাতটা বাজিয়াছে। অতুল বলিল “ওহে, ওঠ ওঠ; গতকাল ভাল ঠেকছে না।”

“কেন? কি হয়েছে?”

“অশ্বিনীবাবু ঘরের দরজা খুলছেন না। ডাকাডাকিতে সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে না।”

“কি হয়েছে তাঁর?”

“তা বলা যায় না। তুমি এস” বলিয়া সে ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

আমিও তাহার পশ্চাতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, অশ্বিনীবাবুর দরজার সম্মুখে সকলেই উপস্থিত আছেন। উৎকণ্ঠিত জল্পনা ও দ্বার ঠেলাঠেলি চলিতেছে। নীচে হইতে অনুকূলবাবুও আসিয়াছেন। দূশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা ক্রমেই বাড়িয়াই চলিল, কারণ, অশ্বিনীবাবু এত বেলা পর্যন্ত কখনও ঘুমান না। তা ছাড়া, যদি ঘুমাইয়া পড়িয়াই থাকেন, তবে এত হাঁকডাকেও জাগিতেছেন না কেন?

অতুল অনুকূলবাবুর নিকটে গিয়া বলিল “দেখুন, দরজা ভেঙে ফেলা যাক। আমার তো ভাল

বোধ হচ্ছে না।” অনুকূলবাবু বলিলেন “হ্যাঁ, হ্যাঁ, স আর বলতে! ভদ্রলোক হয়তো মূর্খিত হয়ে পড়ে আছেন, নইলে জবাব দিচ্ছেন না কেন? আর দেরি নয়, অতুলবাবু, দরজা ভেঙে ফেলুন।”

দেড় ইঞ্চি পুরু কাঠের দরজা, তাহার উপর ইয়েল্-লক্ লাগানো। কিন্তু অতুল এবং আরও দুই-তিনজন একসঙ্গে সজোরে ধাক্কা দিতেই বিলাতি তালা ভাঙিয়া বন্ বন্ শব্দে দরজা খুলিয়া গেল। তখন মুক্ত দ্বারপথে যে-বস্তুটি সকলের দৃষ্টিগোচর হইল তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে ভয়ে কাহারও ম্যখে কথা ফুটিল না। স্তম্ভিত হইয়া সকলে দেখিলাম, ঠিক দরজার সম্মুখেই অশ্বিনীবাবু উর্দ্ধমুখ হইয়া পড়িয়া আছেন তাঁহার গলা এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কাটা। মাথা ও ঘাড়ের নীচে পুরু হইয়া রক্ত জমিয়ে যেন একটা লাল মখমলের গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে। আর, তাঁহার প্রক্ষিপ্ত প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে একটা রক্ত-মাখানো খুর-তখনও যেন জিঘাংসাভরে হাসিতেছে। নিশ্চল জড়পিণ্ডবৎ আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারপর অতুল ও ডাক্তার একসঙ্গে ঘরে ঢুকিলেন। ডাক্তার বিহ্বলভাবে অশ্বিনীবাবুর বীভৎস মৃতদেহের প্রতি তাকাইয়া থাকিয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন, “কি ভয়ানক, শেষ অশ্বিনীবাবু আত্মহত্যা করলেন!”

অতুলের দৃষ্টি কিন্তু মৃতদেহের দিকে ছিল না। তাহার দুই চক্ষু তলোয়ারের ফলার মত ঘরের চারিদিকে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সে একবার বিছানাটা দেখিল, রাস্তার ধারের খোলা জানালা দিয়া উঁকি মারিল, তারপর ফিরিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল “আত্মহত্যা নয়, ডাক্তারবাবু, এ খুন, নৃশংস নরহত্যা। আমি পুলিশ ডাকতে চললুম আপনারা কেউ কোন জিনিস ছোঁবেন না।”

অনুকূলবাবু বলিলেন “বলেন কি, অতুলবাবু খুন! কিন্তু দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল তা ছাড়া ওটা ” বলিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মৃতের হস্তে রক্তাক্ত ক্ষুরটা দেখাইলেন। অতুল মাথা নাড়িয়া বলিল “তা হোক, তবু এ খুন! আপনারা থাকুন আমি এখনই পুলিশ ডেকে আনছি।” সে দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

ডাক্তারবাবু কপালে হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন “উঃ, শেষে আমার বাসাতে এই ব্যাপার হল!”



একুশের কবিতা

প্রিয় পাঠক,

আমাদের ফেব্রুয়ারী মাসের ম্যাগাজিনের জন্য আমরা মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে "একুশের কবিতা" নামক একটি প্রতিযোগিতা শুরু করতে যাচ্ছি। যেখানে আপনিও অংশগ্রহণ করতে পারেন খুবই সহজে। নিচে থাকা লিংকে ক্লিক করে অথবা QR Code স্ক্যান করে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। বিজয়ীদের কবিতা আমাদের ম্যাগাজিনে প্রকাশ করা হবে এবং বিজয়ীদের জন্য থাকবে প্রযুক্তিবিদ্যার সেরা লেখকের খেতাব এবং সার্টিফিকেট এবং আকর্ষণীয় পুরস্কার। কবিতা পাঠানোর শেষ তারিখ আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০২২ তারিখ পর্যন্ত।



ফরম